HSC
একাডেমিক কোর্স

সমাজবিজ্ঞান ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৮– বাংলাদেশের সামাজিক পরিবর্তন

টপিক – ০১ নৃগোষ্ঠীর ধারণা ও প্রকৃতি

আলোচিত বিষয়বস্তু

টপিক ০১: সামাজিক পরিবর্তনের ধারণা
টপিক ০২: বাংলাদেশে সমকালীন সামাজিক পরিবর্তনসমূহের কারণ
টপিক ০৩: সামাজিক পরিবর্তনে শিল্পায়ন ও নগরায়ণের প্রভাব
টপিক ০৪: বাংলাদেশের সামাজিক পরিবর্তনে তথ্য ও প্রযুক্তির প্রভাব
টপিক ০৫: সামাজিক পরিবর্তনের কারণ হিসেবে বিশ্বায়নের ধারণা
টপিক ০৬: সামাজিক পরিবর্তনে বিশ্বায়নের প্রভাব
টপিক ০৭: এই অধ্যায়ের প্রধান শব্দসমূহের ব্যাখ্যা
টপিক ০৮: বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান

টপিক ০১: সামাজিক পরিবর্তনের ধারণা

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

সামাজিক পরিবর্তনের ধারণা

প্রাচীনকালে মানুষ বনে-জঙ্গলে বসবাস করলেও বর্তমানে মানুষ নিজের পরিবর্তনে নিজেই বিস্ময়াভূত। এর প্রকৃত কারণ হলো সমাজের পরিবর্তনশীলতা। যুগ যুগ ধরে মানুষের সমাজব্যবস্থা, রীতিনীতি, চিন্তাধারার যে রূপ ছিল আজ তার পরিবর্তন হয়েছে এবং আগামী দিনগুলোতেও পরিবর্তন হবে। এ পরিবর্তনের যোগসূত্র হাজার বছর পূর্বের আদিমকালের সমাজের সাথে যেমন রয়েছে তেমনি শত বছর, দশ বছর এমনকি সাম্প্রতিককালের সাথেও রয়েছে। অর্থাৎ আদি হতে আজ পর্যন্ত সমাজ গতিশীল রয়েছে নানাবিধ পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে। গতকাল যা যেরূপে ছিল আজ তা সেরূপে নাও থাকতে পারে। আর এটিই হলো সামাজিক পরিবর্তন। মানবসমাজের ইতিহাস হলো পরিবর্তনের ইতিহাস। এ পরিবর্তনের জন্য সমাজে প্রতিদিন নতুন নতুন পদ্ধতি, কৌশল, অভ্যাস ও সংকট পরিলক্ষিত হচ্ছে। পরিবর্তিত সামাজিক পরিস্থিতি মোকাবিলার একটি উপায় হলো খাপ খাওয়ানোর ক্ষমতা বৃদ্ধি করা। এজন্য সমাজবিজ্ঞানে সামাজিক পরিবর্তন একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয়। তবে প্রতিটি সমাজের পরিবর্তনের গতি এক নয়। আদিম সমাজের সাথে আধুনিক বা সমসাময়িক সমাজের পরিবর্তনের গতিতে ব্যাপক ব্যবধান পরিলক্ষিত হয়। আবার শিল্পায়িত নগর সমাজে যত দ্রুত পরিবর্তন হয় গ্রামীণ কৃষি সমাজে তত দ্রুত পরিবর্তন সম্ভব নয়। শিক্ষিত সভ্য সমাজে যেরূপ পরিবর্তনের গতি লক্ষ করা যায় অশিক্ষিত সমাজে পরিবর্তনের গতি সে তুলনায় অনেক কম। তবে ইতিহাসে পরিলক্ষিত হয় না। অর্থাৎ পরিবর্তনের মধ্য দিয়েই সমাজ, অনাগত পরিবর্তন হয় না এমন সমাজ মানব ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

সামাজিক পরিবর্তনের ধারণা

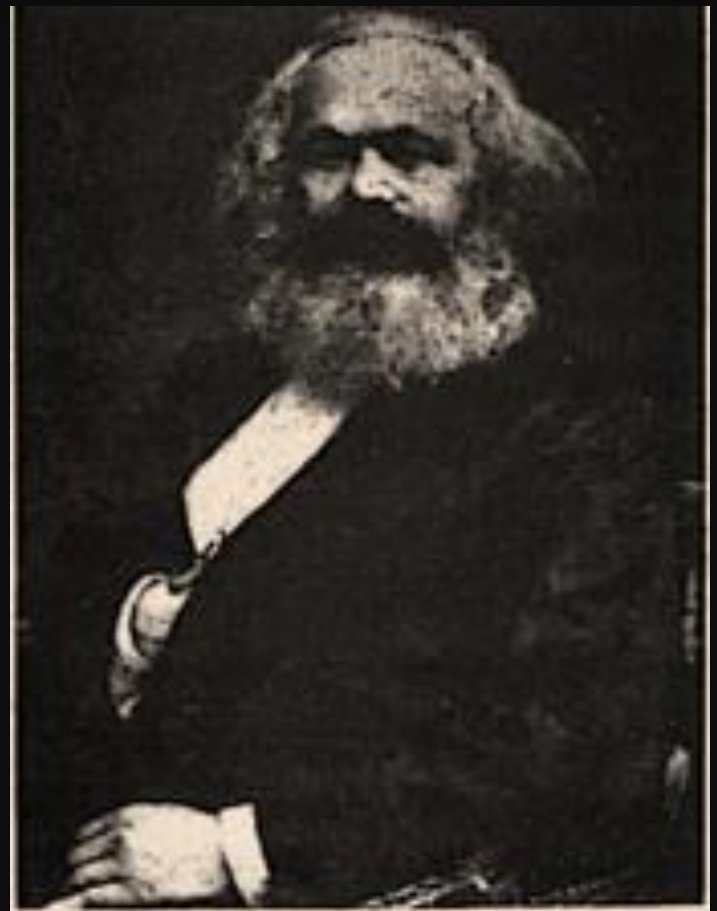

কার্ল মার্কস (১৮১৮-১৮৮৩ খ্রি.)

সামাজিক পরিবর্তনের ধারণা

সামাজিক পরিবর্তন বলতে আমরা বুঝি সামাজিক কাঠামোর পুনর্গঠন বা রূপান্তর। একটি বিশেষ সামাজিক রূপ থেকে অন্যরূপ ধারণ করাকেই সামাজিক পরিবর্তন বলে। অর্থাৎ সামাজিক পরিবর্তন হচ্ছে সমাজের এক স্তর থেকে অন্য স্তরে রূপান্তরিত হওয়া। এ রূপান্তর কখনো স্থায়ী আবার কখনো অস্থায়ী হয়ে থাকে। আবার কখনো বাহ্যিক বা বস্তুগত আবার কখনো অভ্যন্তরীণ বা অবস্তুগত হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

সর্বোপরি বলা যায়, সামাজিক পরিবর্তন হলো আর্থসামাজিক সম্পর্কের বা সমাজ কাঠামোর পরিবর্তন। সমাজের বিভিন্ন অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় প্রভৃতি উপাদানের রূপান্তর ঘটলেই সামাজিক পরিবর্তন ঘটেছে বলা যায়।

সামাজিক পরিবর্তনের ধারণা

Ram Nath Sharma সামাজিক পরিবর্তন সম্পর্কে তাঁর 'Principles of Sociology' গ্রন্থে বলেন, "সামাজিক পরিবর্তন হলো সামাজিক প্রক্রিয়াসমূহের বিভিন্ন দিকের পরিবর্তন।"

সমাজবিজ্ঞানী ম্যাকাইভার বলেন, "সামাজিক পরিবর্তন হচ্ছে সামাজিক সম্পর্কের পরিবর্তন।"

সমাজবিজ্ঞানী কিংসলে ডেভিস বলেন, "সামাজিক পরিবর্তন হচ্ছে সামাজিক সংগঠনের পরিবর্তন।"

সমাজতত্ত্ববিদ পি. জিন্সবার্গ সামাজিক পরিবর্তন বলতে সমাজকাঠামোর পরিবর্তনকে বুঝিয়েছেন।

সমাজতত্ত্ববিদ স্যামুয়েল কোনিগ-এর ভাষায়, 'সামাজিক পরিবর্তন হলো মানুষের জীবনযাত্রার ধরনের রূপান্তর।'

সমাজবিজ্ঞানী রবার্টসন তার 'Sociology' গ্রন্থে বলেন, "Social change is the alternation in patterns of social structure, social institutions and social behaviour over time."

সমাজ প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত হচ্ছে। সামাজিক পরিবর্তন সমাজের ব্যাপক সংখ্যক মানুষ এবং তাদের সাথে সংশ্লিষ্ট প্রায় সবকিছুকে প্রভাবিত করে। এ পরিবর্তন সামাজিক কাঠামোকে যেমন স্পর্শ করে তেমনি সামাজিক আচার, প্রথা, রীতিনীতি তথা সংস্কৃতিকেও স্পর্শ করে। বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞানী সমাজ পরিবর্তনের স্বরূপ ও কারণ নিয়ে আলোচনা করেছেন। এদের মধ্যে M. Ginsberg, Sorokin, Karl Marx প্রমুখ সমাজবিজ্ঞানীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আর এ সমস্ত সমাজবিজ্ঞানীদের চিন্তাধারার সমন্বয় করে বাংলাদেশের সমকালীন সামাজিক পরিবর্তনসমূহ নিচে আলোচনা করার প্রয়াস পাব।

সামাজিক পরিবর্তনের ধারণা

সামাজিক পরিবর্তনের ধারা

সমাজকাঠামো বা সামাজিক সংগঠনের মধ্যে সংঘটিত রদবদলই হলো সামাজিক পরিবর্তন। যেহেতু সমাজের ভিত্তি হলো পারস্পরিক সম্পর্ক বা মিথষ্ক্রিয়া তাই সমাজ পরিবর্তনের অর্থ হলো সমাজবদ্ধ মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক বা মিথষ্ক্রিয়ার পরিবর্তন। সমাজ পরিবর্তনের গতি মন্থর বা দ্রুত যাই হোক না কেন সমাজ সদা পরিবর্তনশীল। যে সাধারণ ধারা বা পদ্ধতি অনুসারে সামাজিক পরিবর্তন ঘটে, সামাজিক পরিবর্তনের সেই ধারা বা পদ্ধতিকে নানাভাবে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করা
হয়। এর মধ্যে তিনটি ধারা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এগুলো হলো-

১. একাভিমুখী (Unilinear): একাভিমুখী সামাজিক পরিবর্তন বলতে বোঝায় সমাজ স্থিরভাবে একটি লক্ষ্য অভিমুখে অগ্রসর হচ্ছে। এ মতানুসারে সমাজকে কেন্দ্র করে সংঘটিত পরিবর্তনকে আকস্মিক ঘটনা বলা হয়ে থাকে।

২. পুনরাবির্ভাবশীল (Pendular): এ মতানুযায়ী সামাজিক পরিবর্তন ঘড়ির দোলকের সাথে তুলনীয়। এর দ্বারা বোঝানো হয় সামাজিক পরিবর্তন অবিরত কোনো নির্দিষ্ট ধারা অনুযায়ী হয়নি। এ পরিবর্তন থেমে থেমে হয়েছে এবং মাঝে মাঝে পরিবর্তনের গতি রুদ্ধ হয়েছে।

৩. বিবর্তনসম্মত (Evolutionary): এ পরিবর্তনের ক্ষেত্রে একটা ধারাবাহিকতা লক্ষ করা যায়। সামাজিক বিবর্তন বলতে আমরা মূলত এ পরিবর্তনকেই বুঝি।

সামাজিক পরিবর্তনের ধারণা

সামাজিক পরিবর্তনের ধরণ

সকল সমাজ পরিবর্তনশীল হলেও পরিবর্তনের মাত্রা একেক সমাজে একেক রকম হয়। উন্নত সমাজের তুলনায় গ্রামীণ সমাজে পরিবর্তনের গতি অধিক মন্থর হয়। সামাজিক পরিবর্তনকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা যায়। এগুলো নিচে আলোচনা করা হলো-

১. পরিকল্পিত পরিবর্তন (Planned Change): সামাজিকভাবে বা মানবসৃষ্ট যেকোনো পরিবর্তনই হলো পরিকল্পিত পরিবর্তন। পরিকল্পিত উন্নয়ন বলতে উন্নয়নের অগ্রাধিকার চিহ্নিতকরণকে বোঝায়। যেমন- যুদ্ধ, বিদ্রোহ, গণআন্দোলন, বিপ্লব, অভ্যুত্থান ইত্যাদি।

২. অপরিকল্পিত পরিবর্তন (Unplanned Change): সাধারণত প্রাকৃতিক কারণে যে পরিবর্তন সংঘটিত হয় সেটিই হলো অপরিকল্পিত বা প্রাকৃতিক পরিবর্তন। যেমন- বন্যা, খরা, ভূমিকম্প, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস ইত্যাদি। এ পরিবর্তনকে প্রাকৃতিক পরিবর্তন নামে আখ্যায়িত করা হয়।

সামাজিক পরিবর্তনের ধারণা

সমকালীন পারিবারিক ও বৈবাহিক পরিবর্তনসমূহ

বাংলাদেশে সমকালীন পারিবারিক ও বৈবাহিক পরিবর্তনসমূহ নিচে আলোচনা করা হলো-

পারিবারিক ক্ষেত্রে পরিবর্তন: পরিবার সমাজজীবনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান। বাংলাদেশে সমসাময়িক সামাজিক ক্ষেত্রে পরিবারের কাঠামোতে তেমন কোনো পরিবর্তন দেখা না গেলেও পারিবারিক ক্ষেত্রে যেসব পরিবর্তন লক্ষ করা যায় তা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। যেমন-

১. মূল্যবোধ: বাংলাদেশে সমসাময়িক সামাজিক ক্ষেত্রে পরিবারের মধ্যে মূল্যবোধের পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। এ মূল্যবোধ থেকে পরিবারের মেয়েরা পরিবারের কাজের পাশাপাশি অন্যান্য ক্ষেত্রে কাজ করার সুযোগ পাচ্ছে। যার ফলে পরিবার ও সমাজে মেয়েদের ক্ষমতা ও মর্যাদা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং মেয়েরা পরিবারের এ মূল্যবোধ বৃদ্ধির কারণে সমাজ ও রাষ্ট্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

২. শিল্পায়ন ও নগরায়ণের ছোঁয়া শিল্পায়ন ও নগরায়ণের ছোঁয়ায় বাংলাদেশে সমকালীন সামাজিক ব্যবস্থায় ব্যাপক পরিবর্তন লক্ষ করা যাচ্ছে। অর্থাৎ শিল্পায়ন ও নগরায়ণের ছোঁয়ায় বাংলাদেশে সমকালীন সমাজব্যবস্থায় যৌথ পরিবার ভেঙে একক পরিবারে রূপ নিচ্ছে। যার ফলে পরিবারগুলোর মধ্যে পূর্বের ন্যায় কোলাহলপূর্ণ অবস্থা পরিলক্ষিত হয় না।

সামাজিক পরিবর্তনের ধারণা

সমকালীন পারিবারিক ও বৈবাহিক পরিবর্তনসমূহ

৩. কর্তব্য ও সচেতনতা বৃদ্ধি: পরিবারে মহিলারা তাদের কর্তব্য ও সচেতনতা সম্পর্কে পূর্বের চেয়ে অধিক সচেতনতা অর্জন করে পরিবার ও সমাজে তাদের কর্তব্য পালনের মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। অর্থাৎ পূর্বে পরিবারের মেয়েরা তাদের কর্তব্য ও অধিকার সম্পর্কে সচেতন ছিল না। কিন্তু সমকালীন সময়ে মহিলারা তাদের জীবিকা ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন হয়েছে।

৪. ছোট পরিবার: বাংলাদেশে পূর্বে যেখানে অধিকাংশ পরিবারই ছিল যৌথ পরিবার তা সমকালীন সময়ে অধিকাংশই পরিণত হয়েছে একক বা ছোট আকারের পরিবারে। এ প্রসঙ্গে David Jary and Julia Jary তাদের 'Collins Dictionary of Sociology' গ্রন্থে বলেছেন, "An increase in the number of Single parent families,"

সামাজিক পরিবর্তনের ধারণা

সমকালীন পারিবারিক ও বৈবাহিক পরিবর্তনসমূহ

৫. বয়স্কদের মর্যাদা হ্রাস: আধুনিকতার বিভিন্ন উপাদানের কারণে যৌথ পরিবার ভেঙে একক পরিবার গঠিত হওয়ার পরিবারে বয়স্কদের মর্যাদা হ্রাস পাচ্ছে। প্রয়োজনে বয়স্কদের বৃদ্ধাশ্রমে রাখা হচ্ছে নবগঠিত পরিবারের সাথে খাপ না খাওয়াতে পারার অজুহাতে। আগে যৌথ পরিবার থাকায় এবং সম্পত্তি ও আয় বয়স্ক ব্যক্তির হাতে থাকায় তাদের বাড়তি কদর ও সম্মান ছিল। আগে পরিবারগুলো একাধারে ভোগ ও উৎপাদনের একক ছিল। কিছু পরিবর্তিত পরিবার অনেক ক্ষেত্রে উৎপাদনের একক এ চরিত্রটি হারিয়ে ভোগ এককে পরিণত হয়েছে। কারণ এখন এক উৎস থেকে নয় বরং একটি পরিবারের বিভিন্ন সদস্য বিভিন্ন উৎস থেকে আয় করছে কিন্তু ভোগ করছে বা ব্যয় করছে এক জায়গায়।

সামাজিক পরিবর্তনের ধারণা

সমকালীন পারিবারিক ও বৈবাহিক পরিবর্তনসমূহ

বৈবাহিক ক্ষেত্রে পরিবর্তন: বাংলাদেশে সমকালীন সামাজিক পরিবর্তনসমূহের মধ্যে বিবাহের ক্ষেত্রে কিছুটা পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। বর্তমানে বৈবাহিক ক্ষেত্রে যেসব পরিবর্তন লক্ষ করা যায় তা নিচে আলোচনা করা হলো-

১. পাত্র-পাত্রী নির্বাচন: বাংলাদেশে পূর্বে অধিকাংশ বিবাহের ক্ষেত্রেই পাত্র-পাত্রী নির্বাচনের ক্ষেত্রে ছেলেমেয়েদের মতামতকে গুরুত্ব না দিয়ে শুধু পিতামাতা বা অন্যরা পাত্র-পাত্রী নির্বাচন করত। কিন্তু বর্তমানে পাত্র-পাত্রী নির্বাচনে ছেলেমেয়েদের মতামতকে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে।

২. বহু-স্ত্রী গ্রহণ লোপ: বর্তমানে বহু স্ত্রী গ্রহণ প্রথা লোপ বা হ্রাস পেয়েছে। অর্থাৎ পূর্বে যেখানে একজন স্বামীর বহু স্ত্রী গ্রহণের প্রথা ব্যাপক হারে লক্ষ করা যেত সমকালীন সামাজিক পরিবর্তনের ফলে সে প্রথা অনেকাংশে লোপ বা হ্রাস পেয়েছে।

৩. বিয়ের অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে পরিবর্তন: বর্তমানে যে বিষয়টি লক্ষ করা যায় তা হলো পূর্বে যেখানে বিয়ের অনুষ্ঠান শুধু মেয়ের বাড়িতেই হতো তা এখন ছেলেমেয়ে উভয়ের বাড়িতেই অনুষ্ঠিত হয়।

সামাজিক পরিবর্তনের ধারণা

সমকালীন পারিবারিক ও বৈবাহিক পরিবর্তনসমূহ

৪. বাল্যবিবাহ হ্রাস: পূর্বে ব্যাপক হারে বাল্যবিবাহ লক্ষ করা যেত যা বর্তমানে অনেকাংশই হ্রাস পেয়েছে।

৫. যৌতুক প্রথা হ্রাস: যৌতুক নিরোধ আইনের ফলে বর্তমানে ছেলে পক্ষের যৌতুক নেওয়া অনেকাংশে হ্রাস পেয়েছে।

৬. বিবাহ বিচ্ছেদ: বর্তমানে বিবাহ বিচ্ছেদ এবং স্বামী-স্ত্রীর পৃথক বসবাস বৃদ্ধি পেয়েছে। অর্থাৎ পূর্বে যৌথ পরিবার, বহুবিবাহ ইত্যাদি বিষয় লক্ষ করা গেলেও বিবাহ বিচ্ছেদ ততোটা লক্ষ করা যেত না কিন্তু সামাজিক পরিবর্তনের ফলে বিবাহ বিচ্ছেদের ব্যাপকতা লক্ষ করা যাচ্ছে। এ প্রসঙ্গে David Jary and Julia Jary বলেন, "The increasing incidence of divorce and remarriage."

সামাজিক পরিবর্তনের ধারণা

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সমকালীন পরিবর্তনসমূহ

বাংলাদেশের অর্থনীতি বহুলাংশে কৃষিনির্ভর এবং কৃষিই অর্থনীতির মূলভিত্তি। বাংলাদেশে সমকালীন সামাজিক পরিবর্তনসমূহের মধ্যে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও নানা ধরনের পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। এগুলো নিম্নরূপ-

১. কৃষিতে আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার: বাংলাদেশ কৃষিনির্ভর অর্থনীতির দেশ। এদেশের কৃষি পূর্বে শুধু হালচাষ এবং বৃষ্টির পানির ওপর নির্ভরশীল ছিল। সমকালীন সামাজিক পরিবর্তনসমূহের ফলে কৃষিতে আধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবহার ব্যাপক হারে না হলেও অনেকাংশেই লক্ষ করা যাচ্ছে। ফলে বর্তমানে কৃষি দ্রব্যের মূল্য বেশি হলেও পূর্বের চেয়ে পর্যাপ্ততা লক্ষ করা যায়।

২. কৃষিতে উচ্চ জাতের বীজ ব্যবহার: বাংলাদেশে সমকালীন সামাজিক পরিবর্তনের ফলে দেশের কৃষি ব্যবস্থায় উন্নত জাতের বীজ ব্যবহার লক্ষ করা যাচ্ছে, যা দেশের অর্থনীতির ক্ষেত্রে উন্নয়নের অন্যতম উপাদান হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখার পাশাপাশি জনগণের চাহিদা পূরণে সহায়তা করছে।

সামাজিক পরিবর্তনের ধারণা

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সমকালীন পরিবর্তনসমূহ

৩. কৃষিতে ব্যাংকিং ঋণ ব্যবস্থা: বাংলাদেশের কৃষিক্ষেত্রে শুধু গরিব কৃষকেরাই তাদের মাথার ঘাম পায়ে ফেলে ফসল উৎপাদন করে। আর এক্ষেত্রে অনেক সময়ই তারা অর্থের অভাবে সঠিক সময় সঠিকভাবে চাষাবাদ করতে পারে না। কিন্তু সমকালীন সামাজিক পরিবর্তনসমূহের ফলে কৃষকেরা কৃষিক্ষেত্রে ব্যাংকিং ঋণের সুবিধা পাচ্ছে, যা কৃষির প্রতি তাদের আগ্রহকে বহুলাংশে বাড়িয়ে দিচ্ছে।

৪. শ্রমের মূল্য ও মর্যাদা বৃদ্ধি: বর্তমানে দরিদ্র কৃষক পরিবারের মেয়েরা বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজে অংশ নিচ্ছে।

উল্লেখ্য, ১৯৯৯ সালে সুইডিশ আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থার (সিজু) মহাপরিচালক গেরানসন বাংলাদেশে পাঁচ দিনের সফর শেষে মন্তব্য করেন যে, বাংলাদেশ এখন আর 'হোপলেস বাস্কেট গেম নয়' এখানে অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। গ্রামের দিকে গিয়ে দেখেছি প্রচুর মহিলা এখন বাইরে কাজ করছে, যা আগে চোখে পড়েনি। সামাজিক ক্ষেত্রেও অগ্রগতি চোখে পড়ার মতো।

সামাজিক পরিবর্তনের ধারণা

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সমকালীন পরিবর্তনসমূহ

৫. বৈদেশিক অর্থ আহরণ বর্তমানে যে বিষয়টি বিশেষভাবে লক্ষ করা যাচ্ছে তা হলো ব্যাপক হারে বৈদেশিক অর্থ আহরণ। পূর্বের তুলনায় সমকালীন সময়ে বাংলাদেশের জনগণ অধিক হারে বিদেশে যাচ্ছে এবং বিদেশ থেকে মেধা ও শ্রমের বিনিময়ে প্রচুর বৈদেশিক অর্থ আহরণ করছে, যা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পাশাপাশি অন্যান্য উন্নয়নের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

৬.পোশাক শিল্পের সমৃদ্ধি: দেশের পোশাক শিল্পের ব্যাপক সমৃদ্ধি লক্ষ করা যাচ্ছে। ফলশ্রুতিতে বিশ্ববাজারে, বাংলাদেশে তৈরি পোশাকের চাহিদা ও কদর দিন দিন বেড়েই চলেছে। যা এদেশের অর্থনৈতিক ভিতকে শক্তিশালী করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। যদিও অতি সাম্প্রতিককালে এ শিল্পে কিছুটা বিপর্যয় লক্ষ করা গেছে কিন্তু তা সত্ত্বেও দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে এ শিল্প খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

সামাজিক পরিবর্তনের ধারণা

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সমকালীন পরিবর্তনসমূহ

বাংলাদেশে সমকালীন সামাজিক পরিবর্তনসমূহের মধ্যে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন লক্ষ করা যায়, যা নিম্নরূপ-

১. গণতান্ত্রিক চেতনার বিকাশ বর্তমানে শহরের জনগণের পাশাপাশি গ্রামের জনগণের মধ্যেও গণতান্ত্রিক চেতনার বিকাশ ঘটেছে। অর্থাৎ পূর্বে যেমন শহরের জনগণই শুধু রাজনীতি সম্পর্কে জানত এবং তারাই রাজনীতিতে নেতৃত্ব দিত; কিন্তু সমকালীন সামাজিক পরিবর্তনের ফলে লক্ষ করা যায়, গ্রামীণ জনগণের মধ্যেও রাজনীতি এবং গণতান্ত্রিক চেতনার বিকাশ ব্যাপকভাবে লক্ষণীয়।

২. রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ: বর্তমানে পুরুষের পাশাপাশি নারীরাও ব্যাপক হারে রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করছে। অর্থাৎ পূর্বে যেখানে যৎসামান্য নারীরা রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করত কিন্তু বর্তমানে নারীরা রাজনীতি সম্পর্কে সচেতনতা অর্জনের মাধ্যমে লক্ষণীয় হারে পুরুষের পাশাপাশি রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করছে।

সামাজিক পরিবর্তনের ধারণা

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সমকালীন পরিবর্তনসমূহ

৩. যুব সম্প্রদায়ের নেতৃত্ব বৃদ্ধি: বাংলাদেশে সমকালীন সময়ে সামাজিক পরিবর্তনের ফলে রাজনীতিতে যুবক সম্প্রদায়ের নেতৃত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে। অর্থাৎ পূর্বে যেমন একটি সম্প্রদায়ই রাজনৈতিক নেতৃত্বের আসনে অধিষ্ঠিত ছিল, সেখানে সমকালীন সময়ে সামাজিক পরিবর্তনের ফলে যুবক সম্প্রদায়ের নেতৃত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়াও পূর্বের তুলনায় সমকালীন সামাজিক পরিবর্তনের ফলে রাজনৈতিক নেতৃত্বে শিক্ষিত শ্রেণির মানুষের আবির্ভাব ঘটেছে।

৪. রাজনৈতিক দলের সংখ্যা বৃদ্ধি: বর্তমানে রাজনৈতিক দলের সংখ্যাও বৃদ্ধি পেয়েছে। পূর্বে যেখানে দেশে কতিপয় রাজনৈতিক দলের উপস্থিতি লক্ষ করা যেত; কিন্তু বর্তমানে বহুসংখ্যক রাজনৈতিক দলের উপস্থিতি লক্ষ করা যায় এবং জনগণ তাদের পছন্দ অনুযায়ী রাজনৈতিক দলের সমর্থন করে থাকে। যদিও পূর্বের তুলনায় সমকালীন সময়ে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সুষ্ঠু রাজনৈতিক চর্চা ও কর্মকাণ্ড ব্যাহত হচ্ছে।

৫. গ্রামীণ পর্যায়ে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড: বর্তমানে যে বিষয়টি বিশেষভাবে লক্ষ করা যায় তা হলো পূর্বে যেমন রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড শুধুমাত্র শহরকেন্দ্রিক ছিল তা সমকালীন সময়ে গ্রামীণ পর্যায়ে পৌছে গেছে। অর্থাৎ সমকালীন সময়ে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড শহরে সংঘটিত হওয়ার পাশাপাশি গ্রামীণ পর্যায়েও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড সংঘটিত হয়।

সামাজিক পরিবর্তনের ধারণা

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সমকালীন পরিবর্তনসমূহ

বাংলাদেশে সামাজিক ক্ষেত্রে শিক্ষা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বাংলাদেশে সমকালীন সামাজিক পরিবর্তনসমূহের ফলে শিক্ষাক্ষেত্রে কিছু কিছু পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। যা নিচে আলোচনা করা হলো-

১. শিক্ষার হার বৃদ্ধি: পূর্বে যেখানে স্কুলগামী ছাত্রছাত্রীর মধ্যে ছাত্রের সংখ্যা- ছিল বেশি এবং ছাত্রীরা খুব কম সংখ্যকই স্কুলে যেত। তা সত্ত্বেও ছাত্রীরা আবার খুব বেশি শিক্ষাগ্রহণে উৎসাহী ছিল না। কিন্তু সমকালীন সামাজিক পরিবর্তনের ফলে স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রের পাশাপাশি ছাত্রীরাও শিক্ষাগ্রহণে উৎসাহী হয়েছে, যা দেশের শিক্ষার হার বৃদ্ধি করে দিয়েছে।

২. শিক্ষার মান বৃদ্ধি: বর্তমানে দেশে শিক্ষার হার বৃদ্ধির পাশাপাশি শিক্ষার মানও বৃদ্ধি পেয়েছে। পূর্বে ছাত্রছাত্রীরা শুধু বই এবং শিক্ষকের কাছ থেকে কোনো বিষয় সম্পর্কে জানতে পারত; কিন্তু সমকালীন সামাজিক পরিবর্তনের ফলে ছাত্রছাত্রীরা কোনো বিষয়ে আগের তুলনায় বিভিন্ন উৎস হতে তথ্য জানার সুযোগ পাচ্ছে। তাছাড়াও সমকালীন সময়ে সৃজনশীল পদ্ধতিতে পড়াশুনার কারণে ছাত্রছাত্রীরা যেকোনো বিষয় সম্পর্কে গভীর জ্ঞান অর্জন করছে যা দেশে শিক্ষার মানকে দিন দিন আরও বৃদ্ধি করছে।

সামাজিক পরিবর্তনের ধারণা

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সমকালীন পরিবর্তনসমূহ

৩. শিক্ষাগ্রহণের জন্য বিদেশ গমন: বাংলাদেশের শিক্ষার্থীদের দেশে শিক্ষাগ্রহণের পাশাপাশি উচ্চশিক্ষা গ্রহণের জন্য বিদেশ গমন উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। এক্ষেত্রে ছাত্রছাত্রীরা বিশ্বের বিভিন্ন দেশে শিক্ষাগ্রহণের পাশাপাশি ওই সমস্ত দেশে বিভিন্ন সম্মানজনক পেশায় নিয়োজিত হয়ে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পাশাপাশি বিদেশের বুকে দেশের সম্মান বৃদ্ধি করে বিশ্ব দরবারে বাংলাদেশকে উপস্থাপন করছে।

৪. সবার জন্য শিক্ষা: বাংলাদেশে সমকালীন সামাজিক পরিবর্তনের ফলে সবার জন্য শিক্ষা এ স্লোগানটি অনেকাংশেই বাস্তবায়িত হয়েছে। অর্থাৎ পূর্বে যেখানে শুধু ধনী কিংবা মধ্যবিত্তরাই শিক্ষাগ্রহণ করত এবং গরিবরা শিক্ষাগ্রহণ থেকে বঞ্চিত হতো; কিন্তু সমকালীন সামাজিক পরিবর্তনের ফলে দেশের ধনী-দরিদ্র সকলের জন্য শিক্ষাগ্রহণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এক্ষেত্রে দেশের সরকার বিভিন্ন ধরনের বৃত্তির ব্যবস্থা চালুর মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীদের আরও বেশি উৎসাহী করে তুলেছে।

সামাজিক পরিবর্তনের ধারণা

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সমকালীন পরিবর্তনসমূহ

৫. নিরক্ষরমুক্তকরণ: বাংলাদেশে সমকালীন সামাজিক পরিবর্তনের মধ্যে যে বিষয়টি বিশেষভাবে লক্ষণীয় তা হলো দেশের জনগণকে নিরক্ষরমুক্তকরণ। এক্ষেত্রে দেশের যে সমস্ত বয়ঃবৃদ্ধ নারীপুরুষ নিরক্ষর ছিল তাদেরকে সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে শিক্ষাদান করে। নিরক্ষরমুক্ত করার চেষ্টা করা হয়েছে এবং হচ্ছে। আর এক্ষেত্রে সরকার অনেকাংশেই সফলতা অর্জন করতে পেরেছে এবং দেশে সর্বপ্রথম মাগুরা জেলাকে নিরক্ষরমুক্ত ঘোষণা করা হয়েছে।

৬. শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধি: বাংলাদেশে সমকালীন সামাজিক পরিবর্তনের ফলে দেশের শিক্ষার মান ও হার বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যাও অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। অর্থাৎ শিক্ষাগ্রহণের পরও একজন শিক্ষার্থী কর্মসংস্থানের অভাবে বেকার হিসেবে দিনাতিপাত করছে, যা দেশের উন্নয়নের ক্ষেত্রে বড় ধরনের বাধা সৃষ্টি করতে পারে।

সামাজিক পরিবর্তনের ধারণা

সমকালীন সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে পরিবর্তনসমূহ

বাংলাদেশে সমকালীন সামাজিক পরিবর্তনসমূহের ফলে দেশের সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও ব্যাপক পরিবর্তন সূচিত হয়েছে। এ পরিবর্তনসমূহ নিচে আলোচনা করা হলো-

১. বস্তুগত ও অবস্তুগত সংস্কৃতির মধ্যে পরিবর্তন: বাংলাদেশে সমকালীন সামাজিক পরিবর্তনের ফলে দেশের বস্তুগত ও

অবস্তুগত সংস্কৃতির মধ্যে পরিবর্তন পরিলক্ষিত হচ্ছে। যেমন- ঘরবাড়ি, আসবাবপত্র এবং তৈজসপত্র ইত্যাদিতে পরিবর্তন সুস্পষ্ট। অর্থাৎ আগের দিনের মাটির তৈজসপত্রের ব্যবহার কমে এসেছে এবং গ্রামীণ মানুষ সমকালীন সময়ে আধুনিক সুবিধাসম্পন্ন জিনিসপত্র ব্যবহার শুরু করছে।

সামাজিক পরিবর্তনের ধারণা

সমকালীন সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে পরিবর্তনসমূহ

২. চিত্তবিনোদনের ক্ষেত্রে পরিবর্তন: বর্তমানে চিত্তবিনোদনের মধ্যেও এসেছে বৈপ্লবিক পরিবর্তন। পূর্বে যেমন চিত্তবিনোদনের জন্য জারিগান, কবিগান, যাত্রাভিনয় ইত্যাদির মাধ্যমে জনগণের চিত্তবিনোদন হতো, সে স্থানে বর্তমানে টিভি, এফএম রেডিও, কম্পিউটার, ল্যাপটপ ইত্যাদি বিষয় জনগণের চিত্তবিনোদনের অন্যতম মাধ্যমে পরিণত হয়েছে।

৩. খেলাধুলার পরিবর্তন: পূর্বে যেখানে দেশের খেলাধুলায় হা-ডু-ডু, ফুটবল, দাঁড়িয়াবান্ধা ইত্যাদি খেলা লক্ষ করা যেত, সে স্থানের পাশাপাশি সমকালীন সামাজিক পরিবর্তনের ফলে খেলাধুলায় যুক্ত হয়েছে ক্রিকেট, হ্যান্ডবল, বাস্কেটবল ইত্যাদি ধরনের খেলা।

৪. আচার-অনুষ্ঠানে পরিবর্তন: বাংলাদেশের আচার-অনুষ্ঠানেও ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে। যেমন পূর্বে যে বিষয়টি লক্ষ করা যেত তা হলো পহেলা বৈশাখ, চৈত্রসংক্রান্তি, পহেলা ফাল্গুন ইত্যাদি অনুষ্ঠান। কিন্তু সমকালীন সময়ে ওই সমস্ত অনুষ্ঠানের পাশাপাশি Happy New Year, ১৪ ফেব্রুয়ারি, এপ্রিল ফুল ইত্যাদি অনুষ্ঠান পালন করা হয়।

সামাজিক পরিবর্তনের ধারণা

সমকালীন সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে পরিবর্তনসমূহ

৫. পোশাক-পরিচ্ছদে পরিবর্তন: বাংলাদেশে পরিবর্তনের যে বিষয়টি সবচেয়ে বেশি লক্ষণীয় তা হলো পোশাক-পরিচ্ছদের পরিবর্তন। অর্থাৎ সমকালীন সময়ে দেশের ছেলেমেয়েরা পশ্চিমা সংস্কৃতির প্রতি আসক্ত হয়ে তাদের মতো জামাকাপড় পরিধান করছে, যা দেশের সংস্কৃতির জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়াতে পারে।....

৬. খাদ্যাভ্যাসে পরিবর্তন: বাংলাদেশে, সমকালীন সামাজিক পরিবর্তনের ফলে দেশের জনগণের খাদ্যাভ্যাসেও এসেছে ব্যাপক পরিবর্তন। অর্থাৎ পূর্বে যেমন বাঙালিকে মাছে-ভাতে বাঙালি বলা হতো, তা দিন দিন প্রায় বিলুপ্তির পথে। তাছাড়া পূর্বে যেমন নানা ধরনের পিঠার প্রচলন ছিল, তা সমকালীন পর্যায়ে বিভিন্ন ফাস্টফুডে পরিবর্তিত হয়েছে। ফলে দেশের পুরনো দিনের ঐতিহ্যবাহী খাবার-দাবার এখন প্রায় বিলুপ্তির পথে।

৭. সমকালীন ধর্মীয় ক্ষেত্রে পরিবর্তনসমূহ: দেশের ধর্মীয় ক্ষেত্রে তেমন একটা পরিবর্তন লক্ষ করা যায় না। তবে সমকালীন সময়ে উচ্চশিক্ষিত শ্রেণির মধ্যে ধর্মনিরপেক্ষতা কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে। সমকালীন সময়ে ধর্মভিত্তিক একাধিক রাজনৈতিক দলের বিকাশ ঘটেছে। তাছাড়াও সমকালীন সময়ে বাংলাদেশে বিভিন্ন ক্ষেত্রে নৈতিক সংকট প্রকট রূপধারণ করেছে এবং নৈতিক মূল্যবোধ অবক্ষয়ের পরিবর্তন সুস্পষ্ট।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

সমাজবিজ্ঞান ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৮– বাংলাদেশের সামাজিক পরিবর্তন

টপিক – ০২ বাংলাদেশে সমকালীন সামাজিক পরিবর্তনসমূহের কারণ

টপিক ০২: বাংলাদেশে সমকালীন সামাজিক পরিবর্তনসমূহের কারণ

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

বাংলাদেশে সমকালীন সামাজিক পরিবর্তনসমূহের কারণ

বাংলাদেশে সমকালীন সামাজিক পরিবর্তনের পিছনে কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ কারণ বিদ্যমান। এ কারণগুলোর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কারণগুলো নিচে আলোচনা করা হলো-

১. প্রাকৃতিক কারণ: বাংলাদেশে সমকালীন সামাজিক পরিবর্তনের যে কারণটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ তা হলো প্রাকৃতিক কারণ। বাংলাদেশে সমকালীন সময়ে প্রাকৃতিক কারণে আবহাওয়া ও জলবায়ুর পরিবর্তনের ফলে সামাজিক পরিবর্তন সংঘটিত হয়েছে। বিশ্ব সৃষ্টির পর থেকেই বিভিন্ন সময় প্রাকৃতিক অবস্থার পরিবর্তনের ফলে সামাজিক পরিবর্তন লক্ষ করা যাচ্ছে। যদিও এ পরিবর্তন খুবই ধীরগতিতে সংঘটিত হয় বলে আমাদের দৃষ্টিগোচর কম হয়। কিন্তু এ পরিবর্তন সমাজের মানুষের শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তন ঘটায়। আমরা যদি বাংলাদেশের পূর্বের ইতিহাস লক্ষ করি তাহলে দেখা যাবে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন প্রাকৃতিক কারণে বিভিন্ন সমাজ চিরতরে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে, আবার কোনো কোনো স্থানে প্রাকৃতিক কারণেই বিভিন্ন সমাজকে পূর্বের চেয়ে উন্নততর অবস্থায় পৌছে দিয়েছে। যেমন আমরা যদি বাংলাদেশে ২০০৭ সালের প্রাকৃতিক দুর্যোগ সিডরের কথা বলি তাহলে দেখা যায়, এ সিডর বিভিন্ন সমাজে নানা ধরনের ক্ষয়ক্ষতির মাধ্যমে এনে দিয়েছে বড় ধরনের পরিবর্তন।

বাংলাদেশে সমকালীন সামাজিক পরিবর্তনসমূহের কারণ

২. উৎপাদন ব্যবস্থা: উৎপাদন ব্যবস্থা হলো সমাজের মৌল কাঠামো। মৌল কাঠামোর পরিবর্তনই সমাজের অন্যান্য বিষয়ের পরিবর্তন ঘটিয়ে থাকে। যেমন- বাংলাদেশে পূর্বে উৎপাদনের ক্ষেত্রে শুধু কায়িক শ্রম ব্যবহার করা হতো; কিন্তু সমকালীন সময়ে বিভিন্ন যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে উৎপাদন ব্যবস্থা আরও আধুনিক করার মাধ্যমে সমাজে মৌল কাঠামোর পরিবর্তনের মাধ্যমে সমাজকে আরও গতিশীল হিসেবে পরিচালনার চেষ্টা চালানো হচ্ছে। তাছাড়াও পূর্বের ন্যায় উৎপাদন ব্যবস্থার মাধ্যমে শুধু ধনীরাই লাভবান হচ্ছে না বরং গরিবরাও বিভিন্ন ঋণ সহযোগিতা ও উৎপাদন ব্যবস্থার মাধ্যমে নিজেদেরকে স্বাবলম্বী করে তুলছে।

বাংলাদেশে সমকালীন সামাজিক পরিবর্তনসমূহের কারণ

৩. জৈবিক কারণ: সমাজজীবনের ওপর যে বংশগতির প্রভাব রয়েছে তা অতি প্রাচীনকাল থেকেই স্বীকৃত। বাংলাদেশে সামাজিক স্তরবিন্যাসে রক্ত, বংশ এবং জৈবিক নির্বাচনের গুরুত্ব অনেক। এসবের ভিত্তিতেই সামাজিক মর্যাদা নিরূপণ হতো। বাংলাদেশে সমকালীন সমাজব্যবস্থায়ও অন্যান্য বিষয়ের পাশাপাশি এ সমস্ত বিষয়ের ওপর ভিত্তি করেই সামাজিক মর্যাদা নিরূপণ করা হয়।

৪. জনসংখ্যাজনিত কারণ যেসব দেশে সম্পদ ও সুযোগের তুলনায় জনসংখ্যা এবং জন্মহার বেশি সেসব দেশের সমাজব্যবস্থা মূলত উন্নত সমাজব্যবস্থা থেকে অনেক পিছিয়ে থাকে। আবার উন্নয়নকামী সমাজে দেখা যায় জন্মহার না কমলে ও চিকিৎসাবিজ্ঞানের প্রয়োগের ফলে মৃত্যুর হার কমে যায় এবং জন্মহার বেড়ে চাপ সৃষ্টি হয় যা সমাজব্যবস্থায় আনে আমূল পরিবর্তন। বাংলাদেশেও সমকালীন সামাজিক পরিবর্তনে দেশের অতিরিক্ত জনসংখ্যা অন্যতম কারণে পরিণত হয়েছে।

৫. শিক্ষা: শিক্ষা যাবতীয় অজ্ঞতা, কুসংস্কার ইত্যাদি হতে মুক্তি দিয়ে সামাজিক ও মূল্যবোধ সংশ্লিষ্ট আচরণে উদ্বুদ্ধ করে। এজন্য শিক্ষা সামাজিক পরিবর্তনের অন্যতম প্রধান কারণ। শিক্ষা একটা সংস্কৃতিকে নতুনভাবে ঢেলে সাজাতে পারে। যেমন শহরে শিক্ষিত কর্মকর্তাদের আবাসিক এলাকা এবং নিরক্ষর কর্মচারীদের আবাসিক এলাকা পর্যবেক্ষণ করলে সামাজিক পরিবর্তনে শিক্ষার ভূমিকা স্পষ্ট দৃষ্টিগোচর হয়।

বাংলাদেশে সমকালীন সামাজিক পরিবর্তনসমূহের কারণ

৬. অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পরিবর্তন: বাংলাদেশে সমকালীন সামাজিক পরিবর্তনের অন্যতম আরেকটি কারণ হলো অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পরিবর্তন। কেননা অর্থনীতি হলো কোনো সমাজব্যবস্থার মূলভিত্তি। আর এ অর্থনৈতিক ব্যবস্থা উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থার ওপর নির্ভরশীল এবং এ উৎপাদন উপকরণসমূহের সম্পর্কের ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে অর্থনৈতিক কাঠামো। তাই উৎপাদন উপকরণসমূহের কোনো একটির পরিবর্তনের কারণে সমগ্র অর্থব্যবস্থায় পরিবর্তন আসতে পারে। আর এ অর্থব্যবস্থার পরিবর্তনের ফলে মানুষের আচার-আচরণ ও দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্রে পরিবর্তন লক্ষ করা যায়।

৭. রাজনৈতিক ও সামাজিক কারণ: বাংলাদেশে পূর্বে পরিবারই ছিল রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানের কেন্দ্রস্থল। কিন্তু সমকালীন সময়ে বিভিন্ন পর্যায়ে অফিসার ও অন্যান্য পদের যেমন- মন্ত্রিপরিষদ, বিভাগীয় প্রধান উল্লেখযোগ্য। আর এ পদগুলো রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে সমকালীন সময়ে ব্যাপক পরিবর্তন এনেছে।

৮. সরকার ও রাজনীতি: বাংলাদেশে সমকালীন সমাজ পরিবর্তনের ক্ষেত্রে সরকার ও রাজনীতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দুটি প্রত্যয়। ভারতে যেমন সামাজিক পরিবর্তনে কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ ছিল তেমনি সমকালীন বাংলাদেশে সামাজিক পরিবর্তনকে আওয়ামী লীগ ও বিএনপি ভীষণভাবে প্রভাবিত করছে। এছাড়াও গণতান্ত্রিক সরকারব্যবস্থা ও সামরিক সরকারব্যবস্থা বাংলাদেশের সমকালীন সামাজিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ দুটি প্রত্যয়।

বাংলাদেশে সমকালীন সামাজিক পরিবর্তনসমূহের কারণ

৯. প্রচার-প্রচারণা কোনো নির্দিষ্ট বিষয় কিংবা বিষয়সমূহকে সামনে রেখে ব্যাপক প্রচার-প্রচারণা চালানো হলে সমাজে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে যেমন সচেতনতা সৃষ্টি হয়, তেমনি সামাজিক পরিবর্তনও অনিবার্য হয়ে পড়ে। যেমন- স্বদেশী আন্দোলনের মধ্য দিয়ে দেশি পণ্য উৎপাদন ও বিদেশি পণ্য বর্জন এবং বাল্যবিবাহ, যৌতুক প্রথা, পরিবার পরিকল্পনা ইত্যাদি বিষয়ে সামাজিক ঐক্য, সংহতি ও আন্দোলন সংঘটিত হয়, যা সামাজিক পরিবর্তনকে ত্বরান্বিত করে।

১০. উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা: যোগাযোগ ব্যবস্থাকে সামাজিক পরিবর্তনের পূর্বশর্ত বলা যেতে পারে। ভাষাগত কিংবা অবকাঠামোগত যোগাযোগ ব্যবস্থা যখন খুব অনুন্নত ছিল তখন সমাজও ছিল বদ্ধ, স্থির এবং অনগ্রসর। কিন্তু বাংলাদেশে যোগাযোগ ব্যবস্থা যত উন্নত হয়েছে সামাজিক পরিবর্তনও তত দ্রুত হয়েছে। যেমন- গ্রামের সাথে শহরের সড়ক, রেল বা জলপথের যোগাযোগ নিশ্চিত হলে গ্রামের আর্থসামাজিক অবস্থার পরিবর্তন হতে বাধ্য। আবার টেলিফোন, ফ্যাক্স, মোবাইল, ই-মেইল ইত্যাদি যোগাযোগ ব্যবস্থা নগরজীবনের আর্থসামাজিক ক্ষেত্রে নবযুগের সূচনা করেছে।

বাংলাদেশে সমকালীন সামাজিক পরিবর্তনসমূহের কারণ

১১. সাংস্কৃতিক কারণ: সংস্কৃতি হলো কোনো সমাজের সদস্যদের সে সমস্ত বিশ্বাস ও মূল্যবোধের সমষ্টি যা অন্যান্য সমাজ থেকে ওই সমাজের পার্থক্য নির্ণয় করে। মানুষের আচার-আচরণ, ন্যায়-অন্যায়বোধ, চিন্তাভাবনা, পোশাক-পরিচ্ছদ, খাদ্যাভ্যাস ইত্যাদির মাধ্যমে কোনো সমাজের সাংস্কৃতিক পরিবেশ সম্পর্কে জানা যায়। সংস্কৃতির পরিবর্তনের ফলে মানুষের মানসিকতার পরিবর্তন ঘটে এবং মানসিকতার পরিবর্তনই সামাজিক পরিবর্তনকে ত্বরান্বিত করে। আর বাংলাদেশের সমকালীন সামাজিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে সংস্কৃতির এ পরিবর্তন ব্যাপক হারে লক্ষ করা যায়।

১২. মহৎ ব্যক্তির ভূমিকা: বাংলাদেশে সমকালীন সামাজিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে মহৎ ব্যক্তির ভূমিকাও একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ। কেননা মহৎ ব্যক্তিগণ তাদের সুচিন্তিত অভিমত প্রদান করে সমাজের সুগঠন, সংস্কার ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। যেসব ব্যক্তিগণ দেশের সংকটময় পরিস্থিতিতে নেতৃত্ব দিয়ে দেশকে রক্ষা করেছেন সামাজিক পরিবর্তনে সেসব দায়িত্ববান ব্যক্তিগণের অবদান খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশেও বিভিন্ন সময় এমন কিছুসংখ্যক ব্যক্তির জন্ম ঘটেছে যারা দেশের সংকটময় সময় তাদের চিন্তাচেতনা, দায়িত্ববোধ ও ভালোবাসা দিয়ে সমাজের উন্নয়ন ও মানুষের কল্যাণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। এক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি, বাংলাদেশের সমকালীন সামাজিক পরিবর্তন যাদের অনুপ্রেরণার ফল তারা হলেন রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, কাজী নজরুল ইসলাম, এ. কে. ফজলুল হক, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, জিয়াউর রহমান প্রমুখ ব্যক্তিগণ।

বাংলাদেশে সমকালীন সামাজিক পরিবর্তনসমূহের কারণ

১৩. অনুকরণপ্রিয়তা: অনুকরণপ্রিয়তার মাধ্যমে মানুষ অন্য সমাজের বিধিব্যবস্থা, আচার-অনুষ্ঠান, রীতিনীতি অনুসরণ করতে উৎসাহী হয়, যা সামাজিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখে। উদাহরণস্বরূপ আমরা বলতে পারি, বাংলাদেশে পূর্বে যেমন মেয়েরা জিন্স প্যান্ট পরিধান করত না কিন্তু বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মেয়েদের জিন্স প্যান্ট পরিধানের বিষয়টি বাংলাদেশের মেয়েরা অনুকরণ করেছে।

১৪. ধর্মীয় চেতনা: সমাজে যখন নানারকম অনাচার, অসামাজিকতা বৃদ্ধি পায় তখন ধর্মীয় চেতনা আদর্শ সুস্থ সামাজিক পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে সহায়তা করে। বাংলাদেশেও সমকালীন সময়ে ধর্মীয় চেতনা নানা ধরনের কুসংস্কার ও ধর্ম সম্পর্কে বিভিন্ন ভুল ধারণা সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করার মাধ্যমে সামাজিক পরিবর্তন আনয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

১৫. গণমাধ্যম: আধুনিক সমাজের অপরিহার্য উপাদান হচ্ছে গণমাধ্যম। পত্রপত্রিকা, টেলিভিশন, রেডিও ইত্যাদি মাধ্যম বিপুল সংখ্যক মানুষের সাথে যোগাযোগ ও সম্পর্ক স্থাপনে সক্ষম। এ বিষয়গুলো বাংলাদেশের সমকালীন সামাজিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে অন্যতম কারণ হিসেবে পরিচিত। কেননা গণমাধ্যম খুব সহজেই সামাজিক আন্দোলনকে ত্বরান্বিত করতে পারে, খুব সহজেই দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের কাছে যেকোনো সংবাদ পৌছে দিতে পারে, জনগণকে সচেতন করে তুলতে পারে। সন্ত্রাস, পরিবেশ দূষণ, পরীক্ষায় নকলপ্রবণতা ইত্যাদি বিষয়ে পরিবর্তন আনয়নে ইতিবাচক ভূমিকা রাখায় এটি সামাজিক পরিবর্তনের গুরুত্বপূর্ণ কারণ হিসেবে বিবেচিত।

বাংলাদেশে সমকালীন সামাজিক পরিবর্তনসমূহের কারণ

১৬. বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নয়ন: ঐতিহ্যবাহী সমাজ থেকে আধুনিক সমাজে উত্তরণের মূলে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অবদান সবচেয়ে বেশি। বাষ্পীয় ইঞ্জিন থেকে আজকের ই-মেইল, ইন্টারনেট, কম্পিউটার সবকিছু সামাজিক পরিবর্তনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। এছাড়াও আর্থসামাজিক উন্নয়নে উৎপাদন পদ্ধতির পরিবর্তন, সামাজিক সম্পর্ক ও শ্রেণি, পেশা ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রভাব অনস্বীকার্য। তাছাড়াও নতুন আবিষ্কার ও বিভিন্নমুখী যন্ত্রপাতি ব্যবহারের ফলে সামাজিক পরিবর্তন ব্যাপক ও দ্রুত হারে হচ্ছে। মানুষের সামাজিক অভ্যাস ও আচার-অনুষ্ঠান পরিবর্তিত হচ্ছে। শিল্পায়নের ফলে মানুষ শহরমুখী হচ্ছে, গ্রামীণ জীবনধারাও বদলে যাচ্ছে। মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নত হচ্ছে।

উল্লিখিত কারণগুলো ছাড়াও বাংলাদেশে সমকালীন সামাজিক পরিবর্তনের কতকগুলো সাধারণ কারণ রয়েছে। এ কারণগুলোর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে জ্ঞানের বিকাশ এবং সামাজিক দ্বন্দ্ব। জ্ঞানের বিকাশ সব সমাজে একই মাত্রায় হয় না।

বাংলাদেশে সমকালীন সামাজিক পরিবর্তনসমূহের কারণ

কেননা বাংলাদেশের ক্ষেত্রে পূর্বে যেমন জ্ঞানের বিকাশ ঘটেছে সমকালীন সময়ে সেই বিকাশ যেমন কমবেশি গুরুত্ব বহন করে আসছে, তেমনি সমকালীন সময়ে জ্ঞানের বিকাশও সামাজিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে অন্যতম কারণ হিসেবে পরিচিত। এছাড়াও সামাজিক দ্বন্দ্ব সামাজিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে বিভিন্নভাবে ভূমিকা পালন করে। প্রথমত, সমাজের মধ্যে দ্বন্দ্ব নৈমিত্তিক ব্যাপার যা প্রতিটি সমাজে প্রতিনিয়তই পরিলক্ষিত হয় এবং এ দ্বন্দ্ব সামাজিক পরিবর্তনকে প্রভাবিত করে। দ্বিতীয়ত, সমাজে বিভিন্ন গোষ্ঠীসমূহের মধ্যকার দ্বন্দ্বও সামাজিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে বিরাট ভূমিকা রাখে। এ দ্বন্দ্ব সামাজিক শ্রেণিসমূহকে এক গোষ্ঠী থেকে অন্য গোষ্ঠীকে বিভিন্ন বিষয়ে নানাভাবে পৃথক থাকতে শেখায়।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

সমাজবিজ্ঞান ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৮– বাংলাদেশের সামাজিক পরিবর্তন

টপিক – ০৩ সামাজিক পরিবর্তনে শিল্পায়ন ও নগরায়ণের প্রভাব

টপিক ০৩: সামাজিক পরিবর্তনে শিল্পায়ন ও নগরায়ণের প্রভাব

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

সামাজিক পরিবর্তনে শিল্পায়ন ও নগরায়ণের প্রভাব

বাংলাদেশ তৃতীয় বিশ্বের একটি উন্নয়নশীল দেশ। এদেশের সামাজিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে শিল্পায়ন ও নগরায়ণের প্রভাব ব্যাপকভাবে লক্ষণীয়। নিচে বাংলাদেশে সামাজিক পরিবর্তনে শিল্পায়ন ও নগরায়ণের প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা করা হলো-অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে প্রভাব বাংলাদেশে সামাজিক পরিবর্তনে শিল্পায়ন ও নগরায়ণের যে প্রভাব তা অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে পরিলক্ষিত হয়। যেমন-

১. জাতীয় আয় বৃদ্ধি: শিল্পায়ন ও নগরায়ণের প্রভাবে দেশের জাতীয় আয় পূর্বের চেয়ে অনেকাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। কেননা পূর্বে দেশের জনগণের জাতীয় আয় শুধু কৃষির ওপর নির্ভর করত। যে কারণে জাতীয় আয় জনসংখ্যার তুলনায় বৃদ্ধি পেত না। কিন্তু শিল্পায়ন ও নগরায়ণ এবং সামাজিক পরিবর্তনের ফলে দেশে জনগণের আয় বৃদ্ধি পেয়েছে।

২. অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা অর্জন : শিল্পায়ন ও নগরায়ণের প্রভাবে অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা অর্জিত হয়েছে। পূর্বে যেমন সমাজে উৎপাদিত পণ্যের ঘাটতি আবার কখনো উদ্বৃত্তজনিত সমস্যা দেখা দিত; কিন্তু শিল্পায়ন ও নগরায়ণের প্রভাবে সমাজে অতি উৎপাদন বা কম উৎপাদনজনিত সমস্যা অনেকাংশে হ্রাস পেয়ে অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা অর্জিত হয়েছে।

সামাজিক পরিবর্তনে শিল্পায়ন ও নগরায়ণের প্রভাব

নগরায়ণ

সামাজিক পরিবর্তনে শিল্পায়ন ও নগরায়ণের প্রভাব

৩. বেকার সমস্যা সমাধান: শিল্পায়ন ও নগরায়ণের প্রভাবে দেশে পূর্বের তুলনায় অনেক কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়েছে এবং ছেলেমেয়েরা পূর্বের তুলনায় অনেক বেশি বাড়ির বাইরের কাজে উৎসাহিত হয়েছে।

৪. সুষম অর্থনৈতিক উন্নয়ন: শিল্পায়ন ও নগরায়ণের প্রভাবে সুষম অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটেছে। অর্থাৎ শিল্পায়ন ও নগরায়ণের প্রভাবে দেশের প্রতিটি অঞ্চলেই কমবেশি অর্থনৈতিক উন্নয়ন হয়েছে। অথচ শিল্পায়ন ও নগরায়ণের পূর্বে অর্থনীতি শুধু দেশের কতিপয় অঞ্চলের উন্নয়নের জন্য ব্যবহৃত হতো। কিন্তু শিল্পায়ন ও নগরায়ণের ফলে দেশের অধিকাংশ জায়গায় সুষম অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটেছে।

৫ . বৈদেশিক সাহায্যের ওপর নির্ভরশীলতা হ্রাস: শিল্পায়ন ও নগরায়ণের প্রভাবে বৈদেশিক সাহায্যের ওপর নির্ভরশীলতা হ্রাস পেয়েছে। কেননা শিল্পায়ন ও নগরায়ণের প্রভাবে নগরের উন্নয়নের পাশাপাশি বিভিন্ন ধরনের শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। আর এ শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠার ফলে কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়েছে, যা দেশের অর্থনীতিকে পূর্বের চেয়ে স্বাবলম্বী করতে সক্ষম হয়েছে এবং দেশকে বৈদেশিক সাহায্যের ওপর নির্ভরশীলতা কমাতে সহায়তা করেছে।

সামাজিক পরিবর্তনে শিল্পায়ন ও নগরায়ণের প্রভাব

৬. দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়ন: শিল্পায়ন ও নগরায়ণের প্রভাবে দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধিত হচ্ছে। কেননা শিল্পায়ন ও নগরায়ণের প্রভাবে পরিকল্পিত অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও পরিকল্পনা গ্রহণ করা হচ্ছে এবং এ পরিকল্পনার মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও শিল্পের মাধ্যমে বৈদেশিক অর্থ উপার্জন বৃদ্ধির প্রয়াস চালানো হচ্ছে। যে কারণে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন পূর্বের তুলনায় দ্রুত হচ্ছে।

৭. একচেটিয়া কারবার নিয়ন্ত্রণ: বাংলাদেশে শিল্পায়ন ও নগরায়ণের বিকাশের পূর্বে একচেটিয়া কারবার ব্যাপক হারে লক্ষণীয় ছিল। কিন্তু সামাজিক পরিবর্তনে শিল্পায়ন ও নগরায়ণের প্রভাবে দেশের বিভিন্ন ক্ষেত্রে একচেটিয়া কারবার নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়েছে। অর্থাৎ শিল্পায়ন ও নগরায়ণের প্রভাবে এখন আর একচেটিয়া কারবার ততটা সুবিধা করতে পারছে না। কেননা বর্তমানে একচেটিয়া কারবার নিয়ন্ত্রণের আওতায় এসেছে।

৮. কৃষি ও শিল্পের উন্নয়ন: শিল্পায়ন ও নগরায়ণের প্রভাবে দেশের শিল্পের পাশাপাশি কৃষিরও ব্যাপক উন্নয়ন হয়েছে। কেননা শিল্পায়ন ও নগরায়ণের প্রভাবে নগরের জনগণের ও শিল্প প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন চাহিদা পূরণের জন্য কৃষিপণ্যেরও চাহিদা বৃদ্ধি পেয়েছে। যে কারণে সামাজিক পরিবর্তনে শিল্পায়ন ও নগরায়ণের প্রভাবে কৃষি ও শিল্পের ব্যাপক উন্নয়ন সাধিত হয়েছে।

সামাজিক পরিবর্তনে শিল্পায়ন ও নগরায়ণের প্রভাব

৯. বৈদেশিক আয় বৃদ্ধি: শিল্পায়ন ও নগরায়ণের প্রভাবে বিভিন্নভাবে দেশে থেকেই বিদেশের সাথে ব্যবসায় বাণিজ্য করে প্রচুর পরিমাণে বৈদেশিক আয় বৃদ্ধি করা হচ্ছে। এক্ষেত্রে আমরা উদাহরণস্বরূপ বাংলাদেশের পোশাক রপ্তানির কথা বলতে পারি। অর্থাৎ বাংলাদেশে বিভিন্ন শিল্পকারখানায় পোশাক তৈরি করা হয় আবার ওই পোশাক বাংলাদেশ থেকেই বিদেশে বিক্রি করে দেওয়া হয় এবং এভাবেই প্রচুর বৈদেশিক অর্থ আয় করা হয়। আর এ ক্ষেত্রটিই বর্তমানে বাংলাদেশের অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তি।

সামাজিক পরিবর্তনে শিল্পায়ন ও নগরায়ণের প্রভাব

সামাজিক ক্ষেত্রে প্রভাব: বাংলাদেশে শিল্পায়ন ও নগরায়ণের প্রভাবে সামাজিক ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। নিচে বাংলাদেশে সামাজিক পরিবর্তনে শিল্পায়ন ও নগরায়ণের সামাজিক ক্ষেত্রের প্রভাবসমূহ আলোচনা করা হলো-

১. জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ: শিল্পায়ন ও নগরায়ণের কারণে সমাজজীবনে যে প্রভাব ব্যাপক হারে পরিলক্ষিত হয় তা হলো জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ। বাংলাদেশে আয়তনের তুলনায় জনসংখ্যা যে হারে বৃদ্ধি পেতে থাকে তা দেশের জন্য সম্পদ না হয়ে বোঝাতে পরিণত হওয়ার উপক্রম হয়েছিল। শিল্পায়ন ও নগরায়ণের প্রভাবে জনগণের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি হয়েছে যার ফলে বর্তমানে যে বিষয়টি লক্ষ করা যায় তা হলো দুই সন্তান গ্রহণ নীতি। আর এ নীতি দেশের জনসংখ্যার নিয়ন্ত্রণে অত্যন্ত সহায়ক নীতি হিসেবে বিবেচিত হয়েছে।

২. শিক্ষা বিস্তার: বাংলাদেশে শিল্পায়ন ও নগরায়ণের প্রভাবে শিক্ষা বিস্তার পূর্বের চেয়ে বহুগুণে বেড়ে গেছে। এছাড়া সামাজিক পরিবর্তনে শিল্পায়ন ও নগরায়ণের প্রভাবে দেশের অনেক ছাত্রছাত্রী কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে নিজেরাই নিজেদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করছে। যার ফলে তারা আর বেকার অবস্থায় ঘুরাঘুরি না করে দেশের উন্নয়নে ভূমিকা রাখছে।

সামাজিক পরিবর্তনে শিল্পায়ন ও নগরায়ণের প্রভাব

৩ . চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যের উন্নয়ন: বাংলাদেশে সামাজিক পরিবর্তনে অন্যান্য খাতের মতো চিকিৎসার ক্ষেত্রেও উন্নতি হয়েছে। যে কারণে জনগণ পূর্বের ন্যায় আর বিনা চিকিৎসায় মৃত্যুবরণ করে না। অর্থাৎ দেশে শিল্পায়ন ও নগরায়ণের প্রভাবে শিল্প প্রতিষ্ঠান ও বসবাসের ঘরবাড়ি উন্নত হওয়ার পাশাপাশি মানুষের সচেতনতাও বেড়েছে। যেমন- পূর্বে যেকোনো ধরনের রোগ বা রোগের পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য বাইরের দেশে যেতে হতো কিন্তু শিল্পায়ন ও নগরায়ণের প্রভাবে দেশে চিকিৎসা ক্ষেত্রে ব্যাপক উন্নয়ন ঘটেছে এবং দেশে প্রায় সমস্ত প্রকার উন্নত চিকিৎসা পাওয়া যায়।

৪. শ্রমিকদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন: শিল্পায়ন ও নগরায়ণের প্রভাবে শ্রমিকদের জীবনযাত্রার মান উন্নত হয়েছে। পূর্বে শ্রমিক ছিল কিন্তু তাদের শ্রমের ক্ষেত্র ছিল না। অর্থাৎ শ্রমিকরা বছরের একটা নির্দিষ্ট সময় শ্রম বিক্রি করতে পারত। কিন্তু শিল্পায়ন ও নগরায়ণের প্রভাবে শ্রমিকরা সারা বছরই তাদের শ্রম বিক্রি করতে পারছে এবং তারাও নানা ধরনের সুযোগ-সুবিধা পাচ্ছে।

৫. সামাজিক কুসংস্কার হ্রাস: শিল্পায়ন ও নগরায়ণের প্রভাবে জনগণের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার ঘটেছে এবং জনগণ আধুনিক্তার স্পর্শ পেয়েছে। যে কারণে সমাজ থেকে শিল্পায়ন ও নগরায়ণের প্রভাবে সামাজিক নানা ধরনের কুসংস্কার হ্রাস পেয়েছে। যেমন- পূর্বে সমাজে বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, নারীদের শিক্ষাগ্রহণে বাধা ইত্যাদি বিষয় সমাজে ব্যাপক হারে প্রচলিত ছিল। কিন্তু শিল্পায়ন ও নগরায়ণের প্রভাবে সামাজিক এ সমস্ত কুসংস্কার অনেকাংশে হ্রাস পেয়েছে।

সামাজিক পরিবর্তনে শিল্পায়ন ও নগরায়ণের প্রভাব

সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে প্রভাব: শিল্পায়ন ও নগরায়ণের ফলে দেশের জনগণ অন্যান্য সংস্কৃতির সাথে সম্পৃক্ত হয়ে পড়েছে। বাইরের লোকদের সাথে ব্যবসায় বাণিজ্য করার ফলে তাদের সংস্কৃতি আমাদের দেশের সংস্কৃতির ওপর নানাভাবে প্রভাব - ফেলে। নিচে শিল্পায়ন ও নগরায়ণের যে প্রভাব সংস্কৃতির ওপর পরিলক্ষিত হয় তা আলোচনা করা হলো-

১. ঘরবাড়ির পরিবর্তন: বাংলাদেশের অধিকাংশ জায়গায় মাটি, বাঁশ, টিনের বাড়িঘর লক্ষ করা যেত, যা ছিল এ দেশের পুরনো সংস্কৃতি। কিন্তু শিল্পায়ন ও নগরায়ণের প্রভাবে এখন প্রত্যন্ত অঞ্চলেও খুব কমই মাটির ঘর দেখা যায়। অর্থাৎ এখন অধিকাংশ বাড়িঘর ইট, সিমেন্টের তৈরি। এর কারণ হলো জনগণ শিল্পায়ন ও নগরায়ণের প্রভাবে নিজেদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির পাশাপাশি ভালো জীবনযাপন অতিবাহিত করার লক্ষ্যে এ পুরনো সংস্কৃতির ঘরবাড়ির পরিবর্তন ঘটিয়েছে।

সামাজিক পরিবর্তনে শিল্পায়ন ও নগরায়ণের প্রভাব

২. বিনোদন ব্যবস্থা: দেশের জনগণ শিল্পায়ন ও নগরায়ণের প্রভাবে এখন আর শুধু বিনোদনের জন্য জারি, সারি গানের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই বরং শিল্পায়ন ও নগরায়ণের প্রভাবে দেশের জনগণ দেশের আধুনিক গান-বাজনার পাশাপাশি বিভিন্ন দেশের শিল্প সংস্কৃতি দেখার মাধ্যমেও আনন্দ উপভোগ করছে।

৩. ভিন্ন ভাষা ব্যবহার: শিল্পায়ন ও নগরায়ণের পূর্বে জনগণ বাংলা ভাষাই সকল ক্ষেত্রে ব্যবহার করত। কিন্তু শিল্পায়ন ও নগরায়ণের প্রভাবে দেশের বিভিন্ন জায়গায় বাংলা ভাষার চেয়ে ইংরেজিকে বেশি প্রাধান্য দেওয়া হয়। তাছাড়াও বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন ভাষার নাটক, সিনেমা দেখেও অনেকেই অন্য ভাষার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে।

সামাজিক পরিবর্তনে শিল্পায়ন ও নগরায়ণের প্রভাব

৪. অন্যান্য সাংস্কৃতিক প্রভাব: এছাড়াও বাংলাদেশে সামাজিক পরিবর্তনে শিল্পায়ন ও নগরায়ণের প্রভাবে সংস্কৃতিতে যে প্রভাব পরিলক্ষিত হয় তা নিম্নরূপ-

শিল্পায়ন ও নগরায়ণের প্রভাবে দেশের সংস্কৃতিতে একক পরিবারের বিস্তার ঘটছে।

নগর জীবনে দীর্ঘদিন পাশাপাশি ফ্লাটে বসবাস করেও পরস্পরের মধ্যে পর্যাপ্ত সম্প্রীতি ও সৌহার্দ লক্ষ করা যায় না।

নগর সংস্কৃতির অর্থ হচ্ছে আধুনিকতায় অগ্রসর জনগোষ্ঠীর জীবনব্যবস্থা। অর্থাৎ শিক্ষা, পোশাক, পেশা, মূল্যবোধ ইত্যাদি ক্ষেত্রে আধুনিকতার প্রভাব অনেক বেশি স্পষ্ট।

ফাস্টফুড, দোকানে প্রক্রিয়াজাত খাবার, চা-কফি, পানীয় ইত্যাদি মানুষের দৈনন্দিন অভ্যাসে পরিণত হয়েছে।

শহরের সংস্কৃতিতে যে বিষয়টি প্রবেশ করেছে তা হলো মানুষ জাঁকজমকপূর্ণ এবং জটিল জীবনযাপনে অভ্যস্ত।

জনগণের মধ্যে নগদ অর্থের প্রভাব বেশি লক্ষ করা যায়।

জনগণের মধ্যে যে সংস্কৃতি বেশি পরিলক্ষিত হয় তা হলো সনাতন চিন্তাধারা, কার্যক্রম এবং উপকরণ কোনোকিছুই গ্রহণযোগ্য নয়।

সামাজিক পরিবর্তনে শিল্পায়ন ও নগরায়ণের প্রভাব

নারীর ক্ষমতায়নে প্রভাব: বাংলাদেশে শিল্পায়ন ও নগরায়ণের পূর্বে নারী তার অধিকার সম্পর্কে সচেতন ছিল না এবং নারীকে বাড়ির বাইরে কাজে যেতে দেওয়া হতো না। কিন্তু শিল্পায়ন ও নগরায়ণের প্রভাবে নারী তার অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা অর্জন করতে পেরেছে। যার ফলে নারীকে ক্ষমতায়ও অধিষ্ঠিত করা হয়েছে।

টেকসই উন্নয়নে প্রভাব: শিল্পায়ন ও নগরায়ণের প্রভাবে প্রাথমিক পর্যায়ে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ করা না গেলেও সমকালীন সময়ে টেকসই উন্নয়নের বিষয়টি ব্যাপক হারে লক্ষ করা যাচ্ছে। অর্থাৎ পূর্বে যখন কোনো এলাকায় শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠত তখন আশপাশের পরিবেশের কথা চিন্তা না করে যত্রতত্র কলকারখানা কিংবা মার্কেট তৈরি করত; কিন্তু সমকালীন সময়ে শিল্পায়ন ও নগরায়ণের প্রভাবে পরবর্তী প্রজন্মের সুবিধার পাশাপাশি সমকালীন আশপাশের পরিবেশের লাভক্ষতির 'বিষয়টিও চিন্তাভাবনা করা হয়।

সামাজিক পরিবর্তনে শিল্পায়ন ও নগরায়ণের প্রভাব

যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নয়ন: শিল্পায়ন ও নগরায়ণের ফলে বিভিন্ন ধরনের শিল্পকারখানা গড়ে উঠেছে এবং বিভিন্ন ধরনের নতুন নতুন বসতবাড়ি তৈরি হয়েছে। তাই এ সমস্ত শিল্পকারখানা ও বসতবাড়ির সুবিধার্থে যাতায়াত ব্যবস্থার সুবিধার জন্য যাতায়াত ব্যবস্থায় ব্যাপক উন্নয়ন ঘটেছে।

পরিশেষে আমরা বলতে পারি, বাংলাদেশে সামাজিক পরিবর্তনে শিল্পায়ন ও নগরায়ণের প্রভাবে শুধু দেশের উন্নয়ন কিংবা অগ্রগতিই সাধিত হয়নি বরং শিল্পায়ন ও নগরায়ণের প্রভাবে অনেক ক্ষেত্রেই দেশের বিভিন্ন বিষয় হুমকির সম্মুখীন হয়েছে।

যেমন- শিল্পায়ন ও নগরায়ণের ফলে দেশের কৃষি জমি লোপ পেয়েছে, অনেক বনভূমি উজাড় হয়ে গেছে, নদীনালা, খালবিলের বিলুপ্তি ঘটেছে। পরিবেশ দূষিত হয়েছে, সামাজিক, রাজনৈতিক ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে নিজ দেশ স্বকীয়তা হারিয়েছে, পুঁজিপতিদের আধিপত্য বৃদ্ধি পেয়েছে এবং আরও অন্যান্য ক্ষেত্রেও সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। তবে শিল্পায়ন ও নগরায়ণের প্রভাবে এ সমস্ত সমস্যা পরিলক্ষিত হলেও শিল্পায়ন ও নগরায়ণের প্রভাবেই দেশের জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নত হয়েছে এবং জনগণ আধুনিকতার স্পর্শে আসতে সক্ষম হয়েছে।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

সমাজবিজ্ঞান ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৮– বাংলাদেশের সামাজিক পরিবর্তন

টপিক – ০৪ বাংলাদেশের সামাজিক পরিবর্তনে তথ্য ও প্রযুক্তির প্রভাব

টপিক ০৪: বাংলাদেশের সামাজিক পরিবর্তনে তথ্য ও প্রযুক্তির প্রভাব

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

বাংলাদেশের সামাজিক পরিবর্তনে তথ্য ও প্রযুক্তির প্রভাব

তথ্যপ্রযুক্তি

তথ্য মানুষের অধিকার। প্রতিদিন মানুষের জীবনে নতুন নতুন তথ্যের সমাবেশ ঘটছে। এর ফলে তথ্যের পরিমাণও দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিভিন্ন কাজে মানুষের সক্রিয় অংশগ্রহণ দ্রুত বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে মানুষের কাছে উপযুক্ত সময়ে উপযুক্ত তথ্য পাওয়ার গুরুত্বও অনেক বেড়ে যাচ্ছে। কারণ মানুষের নিজের পক্ষে সব তথ্য মনে রাখা বা হাতের কাছে পাওয়া সম্ভব হয় না। এজন্য প্রয়োজন উপযুক্ত প্রযুক্তি, যার মাধ্যমে মানুষ চাহিবামাত্রই সহজে ও দ্রুততম সময়ে তথ্য পেতে পারে। তথ্য সংগ্রহ, এর সত্যতা ও বৈধতা যাচাই, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ, আধুনিকীকরণ, পরিবহন, বিতরণ ও ব্যবস্থাপনার সাথে সংশ্লিষ্ট প্রযুক্তিকে বলা হয় তথ্যপ্রযুক্তি বা ইনফরমেশন টেকনোলজি (Information Technology) । সংক্ষেপে এ প্রযুক্তিকে আইটি (IT) বলা হয়। অক্সফোর্ড ইংলিশ ডিকশনারি অনুসারে তথ্যপ্রযুক্তি হলো- "The branch of technology concerned with the dissemination, processing and storage of information, esp. by means of computer" (প্রযুক্তির একটি শাখা যা বিশেষত কম্পিউটারের সাহায্যে তথ্য বিতরণ, প্রক্রিয়াকরণ এবং সংরক্ষণ করার সাথে সংশ্লিষ্ট)

বাংলাদেশের সামাজিক পরিবর্তনে তথ্য ও প্রযুক্তির প্রভাব

তথ্যপ্রযুক্তি

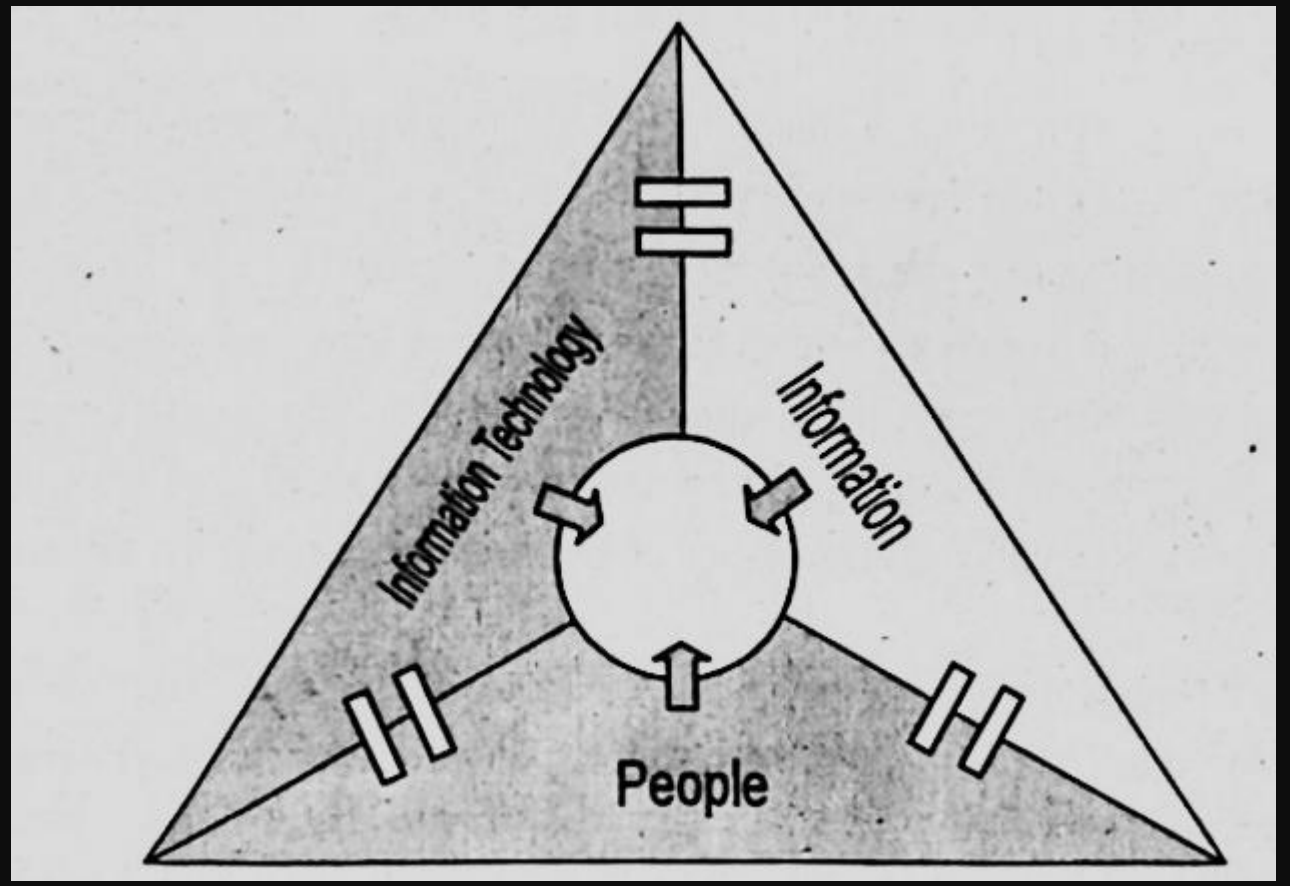

বাংলাদেশের সামাজিক পরিবর্তনে তথ্য ও প্রযুক্তির প্রভাব

তথ্যপ্রযুক্তি

Information Technology Association of America (ITAA) এর সংজ্ঞা অনুসারে তথ্যপ্রযুক্তি বা আইটি হলো "the study, design, development, implementation, support or management of computer-based information systems, particulary software application and computer hardware." (কম্পিউটার নির্ভর ইনফরমেশন সিস্টেমস বিশেষ করে সফটওয়্যার অ্যাপ্লিকেশন এবং কম্পিউটার হার্ডওয়্যারের স্টাডি, ডিজাইন, উন্নয়ন, বাস্তবায়ন, সহায়তা ও এর ব্যবস্থাপনা।)

তথ্যপ্রযুক্তির সাহায্যে ডেটাকে প্রক্রিয়াকরণ করে ইনফরমেশন তৈরি করা হয়। ডেটা প্রক্রিয়াকরণের এ সিস্টেমকে বলা হয় ইনফরমেশন সিস্টেম। ইনফরমেশন সিস্টেম ইনপুট হিসেবে ডেটা গ্রহণ করে এবং ডেটাকে প্রসেস করে আউটপুট হিসেবে ইনফরমেশন উৎপন্ন করে। কাজেই অন্যভাবে বলা যায় যে, ইনফরমেশন সিস্টেম বা তথ্য ব্যবস্থার সাথে সংশ্লিষ্ট প্রযুক্তিকে তথ্যপ্রযুক্তি বলা হয়।

যোগাযোগ প্রযুক্তি

কম্পিউটার কিংবা অন্য কোনো যন্ত্রের মাধ্যমে ডেটাকে এক স্থান হতে অন্য স্থানে কিংবা এক ডিভাইস হতে অন্য ডিভাইসে স্থানান্তরের প্রক্রিয়া হচ্ছে ডেটা কমিউনিকেশন। কাজেই কমিউনিকেশন বা যোগাযোগ এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে এক স্থান (উৎস) হতে অন্য স্থানে (গন্তব্য) নির্ভরযোগ্যভাবে ডেটা বা উপাত্ত আদান-প্রদান সম্ভব। ডেটা কমিউনিকেশন ব্যবস্থার সাথে সংশ্লিষ্ট প্রযুক্তিকে যোগাযোগ প্রযুক্তি বা কমিউনিকেশন টেকনোলজি বলা হয়। টেলিফোন, মোবাইল, ইন্টারনেট ইত্যাদি এ প্রযুক্তির উদাহরণ।

তথ্যপ্রযুক্তি ও যোগাযোগ প্রযুক্তির একীভূতকরণ

মানুষের জীবনের সকল ক্ষেত্রেই তথ্যপ্রযুক্তির হাওয়া লেগেছে। এমন কোনো ক্ষেত্র পাওয়া যাবে না যেখানে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার নেই। মানুষের জীবনে প্রয়োজনীয় তথ্যপ্রাপ্তি সহজতর করার লক্ষ্যে তথ্যপ্রযুক্তির ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। তথ্যপ্রযুক্তির বিবর্তনের পাশাপাশি যোগাযোগ প্রযুক্তিরও ব্যাপক উন্নয়ন সাধিত হয়েছে। এক সময় রেডিও, টরে-টক্কা সিস্টেম ব্যবহার করে মানুষ মানুষের সাথে যোগাযোগ করত, পরবর্তীতে টেলিভিশন, টেলিগ্রাফ, টেলিপ্রিন্টার, ফ্যাক্স, টেলিটেক্সট, টেলিফোন, মোবাইল ইত্যাদি চালু হয়েছে। মানুষের তথ্যের চাহিদা প্রতিনিয়ত বেড়েই চলছে। মানুষ এখন "যখন যেখানে প্রয়োজন তখন সেখানে সঠিক" তথ্য পেতে চায়। যোগাযোগ প্রযুক্তির সাহায্য ছাড়া শুধুমাত্র তথ্যপ্রযুক্তি মানুষের এ চাহিদার যোগান দিতে পারবে না। বর্তমানে তথ্যপ্রযুক্তি এবং যোগাযোগ প্রযুক্তি উভয়ের উন্নয়নের ফলে মানুষের এ চাহিদা পূরণ হচ্ছে। সার্বিকভাবে প্রযুক্তির ব্যাপক উন্নয়নের ফলে তথ্যপ্রযুক্তির সাথে যোগাযোগ প্রযুক্তির একীভূতকরণ করা হয়েছে।

বর্তমান যুগকে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির যুগ বলা হয়। বর্তমানে তথ্য ও প্রযুক্তির প্রভাবেই উন্নয়নের চাকা গতিশীল হচ্ছে। প্রায় সকল ক্ষেত্রেই তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার অনিবার্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। কোনো দেশের সার্বিক পরিবর্তনের সাথে তথ্যপ্রযুক্তির সম্পর্ক খুবই গভীর।

বাংলাদেশের সামাজিক পরিবর্তনে তথ্য ও প্রযুক্তির প্রভাব

তথ্যপ্রযুক্তি ও যোগাযোগ প্রযুক্তির একীভূতকরণ

বাংলাদেশের সামাজিক পরিবর্তনে তথ্যপ্রযুক্তির প্রভাব সম্পর্কে নিচে আলোচনা করা হলো-

১. অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে প্রভাব: বাংলাদেশে সামাজিক পরিবর্তনে তথ্যপ্রযুক্তি অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ব্যাপক প্রভাব ফেলেছে। অর্থাৎ তথ্যপ্রযুক্তির খাতে এত বেশি উন্নতি বৃদ্ধি পেয়েছে যে, এ খাতে প্রচুর মানুষের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়েছে এবং হচ্ছে। তথ্যপ্রযুক্তি বিভিন্ন নতুন পেশা সৃষ্টি করে চলছে। যেমন- ওয়েব ডিজাইনার, কলসেন্টার ওয়ার্কার, সফটওয়্যার ফার্ম, কম্পিউটার ফার্ম ইত্যাদি ক্ষেত্রে দেশের বিপুল সংখ্যক জনগণের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে, যা দেশের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলছে। এছাড়াও তথ্যপ্রযুক্তির বিষয়ে দক্ষতা অর্জন করে অনেকেই দেশের বাইরে কর্মসংস্থানের সুযোগ করে নিয়েছে, যা দেশের বাইরে বাংলাদেশের ভাবমূর্তিকে উজ্জ্বল করে দিয়েছে এবং দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে এনে দিয়েছে আমূল পরিবর্তন। সর্বোপরি তথ্যপ্রযুক্তির প্রভাবে বাংলাদেশে কোনো দ্রব্যের বিজ্ঞাপন প্রচারের মধ্য দিয়ে আমরা দ্রব্যটির প্রতি আগ্রহী হচ্ছি এবং দ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধির সাথে সাথে উৎপাদন বাড়ছে এবং এর ফলে দেশীয় কোম্পানিগুলো লাভবান হচ্ছে। তাছাড়াও তথ্যপ্রযুক্তির প্রভাবে আমরা বর্তমানে বিভিন্ন অর্থনৈতিক খোঁজখবর সম্পর্কে জানতে পারি। যেমন- শেয়ারবাজার, দেশের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন পণ্যের উৎপাদন, দ্রব্যমূল্য ইত্যাদি বিষয়।

বাংলাদেশের সামাজিক পরিবর্তনে তথ্য ও প্রযুক্তির প্রভাব

তথ্যপ্রযুক্তি ও যোগাযোগ প্রযুক্তির একীভূতকরণ

২. শিক্ষাক্ষেত্রে প্রভাব: বাংলাদেশে সামাজিক পরিবর্তনে তথ্যপ্রযুক্তির প্রভাব শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে পরিলক্ষিত হয়। যেমন- তথ্যপ্রযুক্তির প্রভাবেই রেডিও বা টেলিভিশনে শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান সম্প্রচারিত হয়। বিটিভিসহ অন্যান্য টিভি চ্যানেলে বয়স্ক শিক্ষার অনুষ্ঠান সম্প্রচারিত হয়। ইংরেজি শিক্ষার জন্য বিবিসি জানালা প্রচারিত হয়। সর্বোপরি শিক্ষাক্ষেত্রে তথ্যপ্রযুক্তির যে বিষয়টির ব্যাপক প্রভাব পরিলক্ষিত হয় তা হলো শিক্ষাগ্রহণের বিভিন্ন বইপত্র বর্তমানে ইন্টারনেটে পাওয়া যায়, যা একজন শিক্ষার্থীকে কোনো বিষয়ে গভীর জ্ঞান অর্জনে ব্যাপকভাবে সহায়তা করে এবং অন্য দেশের বইপুস্তকের সাথে শিক্ষার্থীকে সম্পৃক্ত করে দেয়। তাছাড়াও তথ্যপ্রযুক্তির প্রভাবে দেশের বিভিন্ন স্কুল, কলেজ এবং সকল বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে বর্তমানে স্লাইড উপস্থাপনের মাধ্যমে পাঠদান ও প্রতিবেদন পেশ করা হয়

বাংলাদেশের সামাজিক পরিবর্তনে তথ্য ও প্রযুক্তির প্রভাব

তথ্যপ্রযুক্তি ও যোগাযোগ প্রযুক্তির একীভূতকরণ

৩. চিকিৎসাক্ষেত্রে প্রভাব বাংলাদেশে সামাজিক পরিবর্তনে তথ্যপ্রযুক্তির প্রভাব চিকিৎসা ক্ষেত্রেও ব্যাপকভাবে পরিলক্ষিত হয়। তথ্যপ্রযুক্তির প্রভাবে বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমগুলো বিভিন্ন রোগব্যাধি সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করতে ও একটি সুস্থ জাতি গড়তে সহায়তা করতে পারে। যেমন- রেডিও-টেলিভিশনে বাচ্চাদের টিকাদান সম্পর্কে সচেতনতামূলক অনুষ্ঠান প্রচার, যক্ষ্মা, এইডস সম্পর্কে বিভিন্ন সচেতনতামূলক অনুষ্ঠান প্রচার, মোবাইলে মেসেজের মাধ্যমে সচেতন এবং কল করে চিকিৎসাসেবা গ্রহণের ব্যবস্থা, কোনো রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দিলে যেমন- ডেঙ্গু, সোয়াইন ফ্লুতে জনগণের করণীয় কাজ ইত্যাদি বিষয়। তাছাড়াও তথ্যপ্রযুক্তির চিকিৎসাক্ষেত্রে যে বিষয়টি ব্যাপকভাবে পরিলক্ষিত হয় তা হলো রোগ নির্ণয়ের জন্য বিভিন্ন মেশিন আবিষ্কার। এ সমস্ত যন্ত্রের সাহায্যে রোগ নির্ণয় করার মাধ্যমে রোগীকে সুচিকিৎসা দেওয়া সম্ভব। বাংলাদেশে সামাজিক পরিবর্তনে তথ্যপ্রযুক্তির প্রভাবে দেশে উন্নত চিকিৎসার জন্য নানা ধরনের প্রযুক্তিনির্ভর যন্ত্রপাতি এসেছে, যা দেশের জনগণকে দেশে চিকিৎসা গ্রহণে আগ্রহী করে তুলছে।

বাংলাদেশের সামাজিক পরিবর্তনে তথ্য ও প্রযুক্তির প্রভাব

তথ্যপ্রযুক্তি ও যোগাযোগ প্রযুক্তির একীভূতকরণ

৪ . রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রভাব: বাংলাদেশে সামাজিক পরিবর্তনে তথ্যপ্রযুক্তির প্রভাব রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও পরিলক্ষিত হয়। অর্থাৎ রাজনৈতিক ক্ষেত্রে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের উন্নয়নমূলক কর্মসূচির পরিকল্পনা এবং রাষ্ট্রের উন্নয়নে তাদের ভূমিকা সম্পর্কে তথ্যপ্রযুক্তির বিভিন্ন মাধ্যমে জানা যায়। শুধু তাই নয় বরং জনগণের স্বার্থবিরোধী কোনো পদক্ষেপ নিলে তা জানা যায় এবং জনগণ এর বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়। বর্তমানে বাংলাদেশে যে সমস্ত আন্দোলন হয়েছে তা বিভিন্ন তথ্যপ্রযুক্তির মাধ্যমে দেশের জনগণ জানতে পেরেছে। তাছাড়াও নির্বাচনের সময় রাজনৈতিক দলের প্রচারণা এবং ভোট গ্রহণের ক্ষেত্রেও তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার অর্থাৎ E-vote system চালু লক্ষ করা যাচ্ছে। রাজনৈতিক দলগুলো ভিডিও কনফারেন্স-এর মাধ্যমে, SMS-এর মাধ্যমে, ই-মেইল করার মাধ্যমে তাদের কার্যক্রমে তথ্যপ্রযুক্তির সহায়তা গ্রহণ করছে।

বাংলাদেশের সামাজিক পরিবর্তনে তথ্য ও প্রযুক্তির প্রভাব

তথ্যপ্রযুক্তি ও যোগাযোগ প্রযুক্তির একীভূতকরণ

৫. কৃষিক্ষেত্রে প্রভাব: বাংলাদেশ একটি কৃষিপ্রধান দেশ। তাই তথ্যপ্রযুক্তি এদেশের কৃষকদের উন্নত পদ্ধতিতে চাষাবাদের জন্য বিভিন্ন তথ্য প্রদানের মাধ্যমে তাদেরকে প্রযুক্তি ব্যবহারে উৎসাহী করে তুলছে। উদাহরণস্বরূপ আমরা বলতে পারি, দেশের কৃষকরা মোবাইল, টেলিভিশন, রেডিও-এর মাধ্যমে কৃষি বিষয়ে নানা ধরনের তথ্য জানতে পারছে এবং এ তথ্য জানার মাধ্যমে তারা কৃষিতে উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করছে। যেমন- পূর্বে কৃষিক্ষেত্রে শুধু হালচাষ লক্ষ করা যেত; কিন্তু বর্তমানে প্রযুক্তির প্রভাবে হালচাষ নেই বললেই চলে। তাছাড়াও পূর্বে যেমন ধান মাড়াইয়ের জন্য কোনো যন্ত্রপাতি ছিল না কিন্তু বর্তমানে উন্নত প্রযুক্তির ছোঁয়ায় ধান, গম কাটা এবং মাড়াইয়ের জন্য প্রযুক্তিনির্ভর যন্ত্রপাতি ব্যবহৃত হচ্ছে। পূর্বে জমিতে কৃষক যেমন হাত দিয়ে বীজ ছিটিয়ে বপন করত; কিন্তু বর্তমানে তা মেশিনের মাধ্যমে সঠিকভাবে বপন করছে।

বাংলাদেশের সামাজিক পরিবর্তনে তথ্য ও প্রযুক্তির প্রভাব

তথ্যপ্রযুক্তি ও যোগাযোগ প্রযুক্তির একীভূতকরণ

৬. প্রাকৃতিক দুর্যোগের ক্ষেত্রে: প্রাকৃতিক দুর্যোগ সবসময়ই একটি অভিশাপ। বাংলাদেশ যেহেতু প্রাকৃতিক দুর্যোগপ্রবণ এলাকা সেহেতু এদেশের মানুষও প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রতিরোধে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে বাধ্য হচ্ছে। আর এক্ষেত্রেও তথ্যপ্রযুক্তির প্রভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে। কেননা এখন শুধু দুর্গত মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে তাদের সাহায্য করার মধ্যেই প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলা কার্যক্রম সীমাবদ্ধ নয় বরং দুর্যোগ প্রতিরোধের ব্যবস্থা ও ভবিষ্যতে দুর্যোগ এড়িয়ে এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ ঘটলেও তার পরিমাণ যাতে মাত্রা ছাড়িয়ে না যায় সে বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে।

৭. গণসচেতনতামূলক কর্মকাণ্ডের প্রভাব: বাংলাদেশে সামাজিক পরিবর্তনে তথ্যপ্রযুক্তির প্রভাবে গণসচেতনতামূলক কর্মকাণ্ডে ব্যাপক পরিবর্তন লক্ষ করা যাচ্ছে। তথ্যপ্রযুক্তির মাধ্যমে শিক্ষার বিস্তার, টিকা কর্মসূচি, ইভটিজিং প্রতিরোধে প্রচারণা, মাদকমুক্ত দেশ গড়ার লক্ষ্যে প্রচারণা ইত্যাদি বিষয়গুলো দেশের জনগণকে গণসচেতনতামূলক কর্মকাণ্ডের প্রতি উৎসাহী করার পাশাপাশি নিজ নিজ অধিকার ও দায়িত্ব সম্পর্কেও সচেতন করছে।

বাংলাদেশের সামাজিক পরিবর্তনে তথ্য ও প্রযুক্তির প্রভাব

তথ্যপ্রযুক্তি ও যোগাযোগ প্রযুক্তির একীভূতকরণ

৮. যোগাযোগ ক্ষেত্রে প্রভাব: তথ্যপ্রযুক্তির মাধ্যমে দেশের যেকোনো অঞ্চল বা জায়গার জনগণের পাশাপাশি বিশ্বের যেকোনো প্রান্তের লোকদের সাথে সহজেই যোগাযোগ করা যাচ্ছে। এক্ষেত্রে মোবাইল, ই-মেইল, ফেসবুক, টুইটার ইত্যাদির মাধ্যমে তথ্য গ্রহণের পাশাপাশি যেকোনো সময় যেকোনো জায়গায় জনগণের সাথে কথা বলা যাচ্ছে এবং নিজের অভিমত প্রকাশ করার পাশাপাশি কোনো বিষয়ে অন্যের অভিমতও জানা যাচ্ছে।

৯. সুশাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে প্রভাব: বাংলাদেশে সামাজিক পরিবর্তনে তথ্যপ্রযুক্তি সুশাসনের ক্ষেত্রেও ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছে। কেননা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব চর্চার বিষয়টি একটি বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। কারণ এ ক্ষমতা যাতে যথাযথভাবে পালন করা হয় সেজন্য ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব চর্চাকারীদের নিয়ন্ত্রণ করা প্রয়োজন। আর এ নিয়ন্ত্রণের প্রেক্ষিতেই তথ্যপ্রযুক্তি সুশাসনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এছাড়াও সুশাসনের ক্ষেত্রে যেমন জবাবদিহিতা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বিষয়, তেমনি এ জবাবদিহিতা এবং প্রশাসনের কর্মকর্তাদের কর্মকাণ্ড ও তথ্য জনসম্মুখে প্রচারের মাধ্যমে তাদের মধ্যে দায়িত্ববোধের স্পৃহা জাগ্রত হয়। আর এ দায়িত্ববোধের স্পৃহা থেকেই দেশের সুশাসন প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারে।

বাংলাদেশের সামাজিক পরিবর্তনে তথ্য ও প্রযুক্তির প্রভাব

তথ্যপ্রযুক্তি ও যোগাযোগ প্রযুক্তির একীভূতকরণ

১০. ই-গভর্ন্যান্সের প্রভাব: বাংলাদেশে সামাজিক পরিবর্তনে তথ্যপ্রযুক্তি দেশের ই-গভর্ন্যান্সেও ব্যাপক প্রভাব ফেলেছে। তথ্যপ্রযুক্তির উন্নয়নের ওপর ভিত্তি করেই দেশে অনেক সেক্টরে ই-গভর্ন্যান্স ব্যবস্থা চালু হয়েছে। এ ব্যবস্থায় এখন আর পূর্বের ন্যায় প্রচুর পরিমাণে অফিসিয়াল কাগজপত্রের প্রয়োজন হয় না বরং তার পরিবর্তে মেসেজ, মেইল ইত্যাদিভাবে নানা ধরনের কার্যাবলি সম্পাদিত হয়। তাছাড়াও ই-গভর্ন্যান্স ব্যবস্থায় সমস্ত ডকুমেন্ট খুব সহজেই বের করা সম্ভব হয়।

বাংলাদেশের সামাজিক পরিবর্তনে তথ্য ও প্রযুক্তির প্রভাব

তথ্যপ্রযুক্তি ও যোগাযোগ প্রযুক্তির একীভূতকরণ

১১. বিনোদনের ক্ষেত্রে প্রভাব: বাংলাদেশে সামাজিক পরিবর্তনে তথ্যপ্রযুক্তি দেশের জনগণের বিনোদনের ক্ষেত্রেও ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছে। অর্থাৎ পূর্বে যেমন মানুষ সিনেমা দেখার জন্য সিনেমা হলে যেত কিন্তু বর্তমানে তার পরিবর্তে ঘরে বসেই সিনেমা দেখতে পারছে। তাছাড়াও যুব সম্প্রদায়ের ছেলেমেয়েরা ঘরে বসেই ক্রিকেট কিংবা ফুটবল খেলার পাশাপাশি খেলা দেখে বিনোদন উপভোগ করছে।

পরিশেষে বলা যায়, বাংলাদেশে সামাজিক পরিবর্তনে তথ্যপ্রযুক্তি নানা ক্ষেত্রে ইতিবাচক প্রভাব বিস্তার করলেও এর কিছু নেতিবাচক প্রভাবও পরিলক্ষিত হয়। অবশ্য তথ্যপ্রযুক্তির নেতিবাচক প্রভাব থাকলেও তথ্যপ্রযুক্তিই দেশের জনগণের মধ্যে পূর্বের তুলনায় অনেক সচেতনতার জন্ম দিতে সক্ষম হয়েছে এবং এ সচেতনতার ফলে দেশের দরিদ্রতা অনেকাংশে হ্রাস পেয়েছে। দেশের শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, রাজনীতি, অর্থনীতি, সামাজিক কাঠামো উন্নত হয়েছে এবং দেশের অনুন্নয়নের চেয়ে উন্নয়নের মাত্রাই বেশি পরিলক্ষিত হচ্ছে।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

সমাজবিজ্ঞান ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৮– বাংলাদেশের সামাজিক পরিবর্তন

টপিক – ০৫ সামাজিক পরিবর্তনের কারণ হিসেবে বিশ্বায়নের ধারণা

টপিক ০৫: সামাজিক পরিবর্তনের কারণ হিসেবে বিশ্বায়নের ধারণা

This Topic is important for

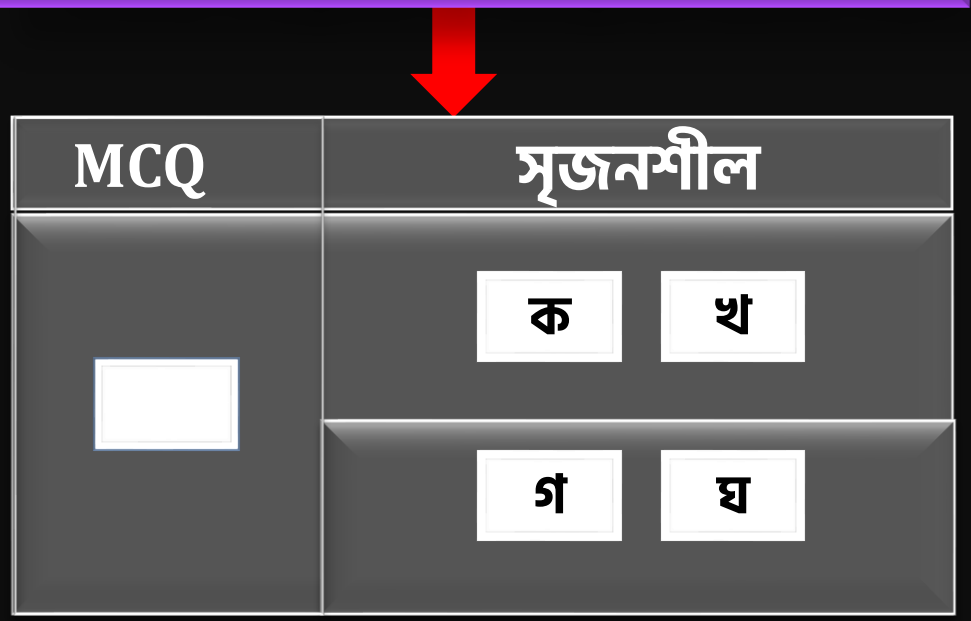

সামাজিক পরিবর্তনের কারণ হিসেবে বিশ্বায়নের ধারণা

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের Anthony Gidders-এর মতে, "Globalization can this, be defined as the interssification of world wide social relations which linle distant localities in such a way that local happenlings are shaped by events occuring many miles away and vice versa." ম্যাক-এর মতে, "বিশ্বায়নকে বলা হয় আধুনিক বিশ্বব্যবস্থার অন্তর্গত বিভিন্ন রাষ্ট্র সমাজের মধ্যে বহুবিধ সংযোগ এবং সম্পর্কের নিমিত্তকে। অতএব বিশ্বায়ন হলো নয়া উপনিবেশবাদের একটি প্রক্রিয়া বা অর্থনৈতিক কৌশল।" বিশ্বায়ন প্রক্রিয়া চারটি পর্যায়ের মধ্য দিয়ে সংঘটিত হয়। যথা-

১. অংশগ্রহণ (Participation),
২. সুযোগ-সন্ধান (Seeking Opportunities),
৩. বিদেশে উৎপাদন ও বিপণন (Overseas Production and Marketing) ও
৪. পরিপূর্ণ বিশ্বায়ন (Complete Globalization).

সামাজিক পরিবর্তনের কারণ হিসেবে বিশ্বায়নের ধারণা

বিশ্বায়ন একটি সামগ্রিক প্রক্রিয়া। এ প্রক্রিয়া বিশ্বব্যাপী প্রবাহমান। বিংশ শতাব্দীর শেষভাগে এবং একবিংশ শতাব্দীর শুরুতে বিশ্বায়ন প্রত্যয়টি সারা বিশ্বব্যাপী ব্যাপক সাড়া জাগিয়েছে। এ প্রক্রিয়া একটি লক্ষ্যে সমগ্র পৃথিবীকে একই পরিবারভুক্ত করে থাকে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপের ন্যায় শিল্পোন্নত দেশ থেকে শুরু করে এশিয়া, আফ্রিকা এবং ল্যাটিন আমেরিকার উন্নয়নশীল দেশগুলোতে বিশ্বায়নের ঢেউ এসে আছড়ে পড়েছে। বিশ্বায়ন হলো বিশ্বের বিভিন্ন দেশ ও জনগণের মধ্যে এরূপ ঘনিষ্ঠতর সংহতি সাধন, যা পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যয় অস্বাভাবিকভাবে হ্রাস করেছে এবং দ্রব্যসামগ্রী, পুঁজি, জ্ঞান এমনকি মানুষের বিশ্বব্যাপী অবাধ যাতায়াতের ওপর আরোপিত কৃত্রিম প্রতিবন্ধকতাকেও ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়েছে। মূলত বিশ্বায়ন সমগ্র বিশ্বব্যাপী সকল সমাজ ও অর্থব্যবস্থার মধ্যে সংহতি বজায় রাখার এমন এক প্রক্রিয়া নির্দেশ করে, যা একই প্রকার উৎপাদন এবং পুনঃউৎপাদন ব্যবস্থায় আস্থাশীল। আধুনিক পুঁজিবাদ হচ্ছে এর মূল চালিকাশক্তি। তবে সংক্ষেপে বিশ্বায়নকে এমন একটি বিশ্বব্যাপী প্রক্রিয়া বলে চিহ্নিত করা যায়, যাতে রাষ্ট্র সংক্রান্ত ধারণার অবসান ঘটিয়ে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বিশ্বব্যাপী অবাধ আদান-প্রদান চালানো সম্ভব হয়।

এ বিশ্বায়ন প্রক্রিয়া বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সামাজিক ক্ষেত্রের পাশাপাশি অন্যান্য ক্ষেত্রেও ব্যাপক পরিবর্তন এনেছে।

সামাজিক পরিবর্তনের কারণ হিসেবে বিশ্বায়নের ধারণা

তথ্যপ্রযুক্তি বিশ্বের প্রতিটি দেশেই সামাজিক পরিবর্তনে ব্যাপক ভূমিকা পালন করছে। নতুন নতুন আবিষ্কার ও যন্ত্রপাতি সমাজব্যবস্থায় যুগান্তকারী পরিবর্তন আনছে। পূর্বে যেমন বিশ্বের জনগণ তথ্যপ্রযুক্তির সাথে পরিচিত না থাকার কারণে সহজ কাজও অনেক কঠিনভাবে সম্পাদন করত এবং তথ্যপ্রযুক্তি ছাড়াই নিজেরা কল্যাণকর কার্যাবলি সম্পাদনের চেষ্টা করত। কিন্তু বিশ্বায়ন ধারণার সাথে সাথে মানুষের মধ্যে ব্যাপক পরিবর্তন লক্ষ করা যাচ্ছে। অর্থাৎ মানুষ এখন তথ্যপ্রযুক্তির ছোঁয়ায় কায়িক শ্রমের পরিবর্তে প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে কর্মসম্পাদন করছে। উদাহরণস্বরূপ আমরা বলতে পারি, বাংলাদেশে পূর্বে যেমন পা দিয়ে রিকশা চালানো ব্যাপক হারে লক্ষ করা যেত, সে স্থলে বর্তমানে প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ইঞ্জিনচালিত রিকশা ব্যাপক হারে পরিলক্ষিত হচ্ছে। আর মানুষের মধ্যে এ ধারণা জন্ম নিয়েছে মূলত বিশ্বায়নের মাধ্যমেই।

সামাজিক পরিবর্তনের কারণ হিসেবে বিশ্বায়নের ধারণা থেকেই বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও শিক্ষার মান বৃদ্ধি পেয়েছে। অর্থাৎ পূর্বে দেশে কারিগরি শিক্ষা বা বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষাব্যবস্থা ততটা প্রচলিত ছিল না; কিন্তু সামাজিক পরিবর্তনের কারণ হিসেবে বিশ্বায়নের ধারণা থেকেই দেশের শিক্ষার মান বৃদ্ধি পেয়েছে। এক্ষেত্রে উদাহরণস্বরূপ আমরা বলতে পারি, সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশের একজন বিজ্ঞানী দেশের আদি পাটের জন্ম রহস্য আবিষ্কার করেছে, যা দেশের জন্য অত্যন্ত খুশির বিষয়।

সামাজিক পরিবর্তনের কারণ হিসেবে বিশ্বায়নের ধারণা

বাংলাদেশ বিশ্বের ছোট এবং জনবহুল একটি দেশ। এদেশে আয়তনের তুলনায় জনসংখ্যা অনেক বেশি। কিন্তু এ বৃহৎ জনসংখ্যা সত্ত্বেও সামাজিক পরিবর্তনের কারণ হিসেবে বিশ্বায়নের ধারণা থেকে দেশের জনগণের মধ্যে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের বিষয়টি সাড়া জাগিয়ে তুলেছে। অর্থাৎ পূর্বের তুলনায় এখন বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার অনেক কমে এসেছে। আর এটি সম্ভব হয়েছে বিশ্বায়নের ধারণার মাধ্যমেই। সামাজিক পরিবর্তনের কারণ হিসেবে বিশ্বায়নের ধারণা থেকে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ন্যায় বাংলাদেশের জনগণের মধ্যেও গণতান্ত্রিক চেতনার বিকাশ ঘটেছে। অর্থাৎ পূর্বে দেশে গণতন্ত্র চালু থাকলেও অধিকাংশ জনগণই গণতন্ত্র সম্পর্কে জানত না, এমনকি যারা জানত তাদের মধ্যে আবার গণতন্ত্রের সচেতনতাবোধ ছিল না। কিন্তু বিশ্বায়নের ধারণা থেকে দেশের জনগণ এবং রাজনৈতিক ব্যক্তিদের মধ্যে গণতান্ত্রিক চেতনার বিকাশ পরিলক্ষিত হচ্ছে।

সামাজিক পরিবর্তনের কারণ হিসেবে বিশ্বায়নের ধারণা থেকেই বাংলাদেশে শিল্পায়ন ও নগরায়ণের ছোঁয়া ব্যাপক হারে পরিলক্ষিত হচ্ছে। অর্থাৎ বাংলাদেশের অধিকাংশ জনগণ গ্রামে বসবাস করলেও বিশ্বায়নের ধারণা থেকে যে শিল্পায়ন ও নগরায়ণের প্রসার ঘটছে সে প্রসারতা থেকেই গ্রামের অনেক লোক এখন শহরে বসবাসের জন্য পাড়ি জমাচ্ছে। কেননা শিল্পায়ন ও নগরায়ণের ফলে শহরের জীবনযাপন গ্রামের জীবনযাপন থেকে উন্নত হওয়ার কারণে গ্রামের অনেক জনগণই এখন শহরে বসবাস করছে। ফলে শহরের জনসংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং দরিদ্র ছিন্নমূল মানুষদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় বস্তিরও প্রসার ঘটছে।

সামাজিক পরিবর্তনের কারণ হিসেবে বিশ্বায়নের ধারণা

সামাজিক পরিবর্তনের কারণ হিসেবে বিশ্বায়নের ধারণা থেকেই বাংলাদেশে অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে। অর্থাৎ পূর্বে বাংলাদেশের যে অর্থনৈতিক অবস্থা ছিল সেই অবস্থায় দেশ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিশ্বের বড় বড় দেশের নিকট থেকে প্রাপ্ত ঋণ এবং বিভিন্ন ধরনের সাহায্য-সহযোগিতার ওপর নির্ভরশীল ছিল। কিন্তু সামাজিক পরিবর্তনে বিশ্বায়নের ধারণা থেকে দেশে বিভিন্ন ধরনের শিল্পকারখানা স্থাপনের মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে এবং দেশ এখন নিজস্ব অর্থনীতির ওপর অনেকটা নির্ভরশীল হয়ে দেশকে অর্থনৈতিক উন্নয়নের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। এর ফলে আন্তঃরাষ্ট্রসমূহের নির্ভরশীলতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

বাংলাদেশে সামাজিক পরিবর্তনে বিশ্বায়নের ধারণা থেকে দেশের বেকার সমস্যার অনেক সমাধান হয়েছে। পূর্বে দেশের জনগণের তুলনায় কর্মসংস্থানের জায়গা ছিল খুবই সীমিত। কিন্তু বিশ্বায়নের ধারণা থেকে দেশে প্রচুর পরিমাণে কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ আমরা বলতে পারি, আগে দেশে গার্মেন্টস ছিল খুবই কম; কিন্তু বর্তমানে প্রচুর পরিমাণে গার্মেন্টস হওয়াতে কম বেতনে হলেও অনেকে এখানে চাকরি করছে। যার ফলে দেশের বেকার সমস্যা অনেকটা হ্রাস পেয়েছে।

সামাজিক পরিবর্তনের কারণ হিসেবে বিশ্বায়নের ধারণা

সামাজিক পরিবর্তনের কারণ হিসেবে বিশ্বায়নের ধারণা থেকেই বাংলাদেশের যোগাযোগ ব্যবস্থায় ব্যাপক উন্নতি সাধিত হয়েছে। যেমন- পূর্বে দেশে যানবাহনের যোগাযোগ ব্যবস্থার ক্ষেত্রে কোনো ফ্লাইওভারের ব্যবস্থা ছিল না; কিন্তু বর্তমানে দেশে অনেক জায়গায় ফ্লাইওভার লক্ষ করা যাচ্ছে এবং বিভিন্ন জায়গায় তৈরি হচ্ছে। এছাড়াও অন্যান্য দেশের সাথে প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে যোগাযোগ করা হচ্ছে এবং এক্ষেত্রেও ব্যাপক উন্নয়ন পরিলক্ষিত হচ্ছে।

বাংলাদেশে সামাজিক পরিবর্তনে বিশ্বায়নের ধারণা থেকে দেশের চিকিৎসা ও সেবাখাতে ব্যাপক উন্নয়ন লক্ষ করা যাচ্ছে। অর্থাৎ বিশ্বায়নের ধারণা থেকেই বিশ্বের উন্নত দেশগুলোর চিকিৎসাসেবা সম্পর্কে জানার মাধ্যমেই দেশের চিকিৎসা ক্ষেত্রে ব্যাপক উন্নয়ন সাধন করা হয়েছে। যেমন- পূর্বে দেশের জনগণের একটু জটিল বা কঠিন অসুস্থতার জন্য বাইরের দেশে চিকিৎসার জন্য যেতে হতো। কিন্তু সামাজিক পরিবর্তনে বিশ্বায়নের ধারণা থেকেই দেশে চিকিৎসা খাতে ব্যাপক উন্নয়ন সাধন করা হয়েছে এবং বর্তমানে দেশেই উন্নত চিকিৎসা পাওয়া যায়।

বাংলাদেশে সামাজিক পরিবর্তনে বিশ্বায়নের ধারণা থেকে দেশে শিক্ষা, চিকিৎসা, যোগাযোগ ব্যবস্থাসহ নানা বিষয়ে ব্যাপক উন্নতি সাধন করা হয়েছে। আর এ উন্নতির ফলে দেশের জনগণের জীবনযাত্রার মান অনেক উন্নত হয়েছে।

সামাজিক পরিবর্তনের কারণ হিসেবে বিশ্বায়নের ধারণা

বাংলাদেশে সামাজিক পরিবর্তনে বিশ্বায়নের ধারণা থেকে দেশে বর্তমানে গভর্ন্যান্স, সুশাসন এবং টেকসই উন্নয়ন পরিলক্ষিত হচ্ছে। বিশ্বায়নের ধারণার আগে বাংলাদেশের মতো তৃতীয় বিশ্বের অধিকাংশ দেশই টেকসই উন্নয়ন, সুশাসন এবং ই-গভর্ন্যান্সের সাথে পরিচিত ছিল না। কিন্তু বিশ্বায়নের ধারণা থেকে তৃতীয় বিশ্বের অনেক দেশই আজ টেকসই উন্নয়ন, সুশাসন এবং ই-গভর্ন্যান্স এ বিষয়গুলোর সাথে পরিচিত। যে কারণে এ সমস্ত দেশ পূর্বের তুলনায় বর্তমানে অনেক বেশি উন্নয়নের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

বাংলাদেশে কিছুকাল পূর্বেও নানাভাবে ব্যাপক হারে পরিবেশ দূষণ লক্ষ করা যেত। কিন্তু দেশে সামাজিক পরিবর্তনে বিশ্বায়নের ধারণা থেকে পরিবেশ দূষণ অনেকটা হ্রাস পেয়েছে। অর্থাৎ বর্তমানে দেশে পরিবেশ আইন আছে এবং সকল শিল্পকারখানা এ পরিবেশ আইন মানতে বাধ্য। তাছাড়াও বর্তমানে দেশে ময়লা-আবর্জনা ফেলার জন্য নির্দিষ্ট জায়গার ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং দেশের জনগণকে পরিবেশ দূষণমূলক কর্মকাণ্ড পরিহার করার জন্য নানা ধরনের প্রচার-প্রচারণা চালানো হচ্ছে।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

সমাজবিজ্ঞান ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৮– বাংলাদেশের সামাজিক পরিবর্তন

টপিক – ০৬ সামাজিক পরিবর্তনে বিশ্বায়নের প্রভাব

টপিক ০৬: সামাজিক পরিবর্তনে বিশ্বায়নের প্রভাব

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

সামাজিক পরিবর্তনে বিশ্বায়নের প্রভাব

বাংলাদেশে বিশ্বায়নের ইতিবাচক প্রভাব

বাংলাদেশে বিশ্বায়নের ইতিবাচক প্রভাব সম্পর্কে নিচে আলোচনা করা হলো-

১. অর্থনীতিতে প্রভাব: বিশ্বায়নের ফলে বিশ্বব্যাপী বিনিয়োগ বৃদ্ধি পায়। সমাজে ব্যবসায় বাণিজ্যের প্রসার ঘটে। বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ায় বিদেশি বৃহৎ কোম্পানিগুলো তাদের সুবিধার্থে সহজ ও সস্তা শ্রম, কাঁচামাল ইত্যাদির জন্য এদেশে বিনিয়োগ করেছে। অর্থনৈতিক মন্দা থাকা সত্ত্বেও বিগত দশ বছরে বাংলাদেশে বিনিয়োগ বৃদ্ধি পেয়েছে। আর বাংলাদেশের অর্থনীতির সবচেয়ে বড় যে খাত তা হলো পোশাক শিল্প। ৯/১১ পরবর্তী সময়ে বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দা দেখা দিলেও বর্তমানে বিশ্ব সে মন্দা কাটিয়ে উঠছে। যার ফলে বাংলাদেশের পোশাক শিল্প আরও বেশি বিস্তৃতি লাভ করতে পেরেছে। যদিও ওই সময়ে বাংলাদেশের পোশাক শিল্পের ওপর বড় ধরনের ঝড় বয়ে গেছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও বাংলাদেশের পোশাক শিল্প বিশ্বের দরবারে অনেক জনপ্রিয় শিল্প। আর এ জনপ্রিয়তা এসেছে বিশ্বায়নের প্রভাবেই।

সামাজিক পরিবর্তনে বিশ্বায়নের প্রভাব

বাংলাদেশে বিশ্বায়নের ইতিবাচক প্রভাব

২. গণতন্ত্রের বিস্তার: এক সময় বিশ্বের অধিকাংশ দেশেই গণতন্ত্রের উপস্থিতি লক্ষ করা যেত না। তখন অধিকাংশ রাষ্ট্রেই রাজতন্ত্রের জোয়ার ছিল। কিন্তু একবিংশ শতকে গণতন্ত্রের অবাধ প্রসার সাধিত হয়েছে। আর এক্ষেত্রে যে বিষয়টি বিশেষভাবে কাজ করেছে তা হলো বিশ্বায়ন। বাংলাদেশেও সামাজিক পরিবর্তনে বিশ্বায়নের প্রভাবে দেশের মধ্যে গণতন্ত্রের ব্যাপক বিস্তার লক্ষ করা যাচ্ছে। এছাড়াও বাংলাদেশে বিশ্বায়নের প্রভাবে উন্নত এবং আধুনিক গণতন্ত্র সম্পর্কে জনগণের মধ্যে ধারণা জন্মেছে এবং এ ধারণা থেকেই বর্তমানে বাংলাদেশে গণতন্ত্রের চর্চা চালু আছে। এছাড়াও গণতন্ত্রে যে জনগণের জন্যই জনগণের দ্বারা নির্বাচিত সরকার থাকতে হয় এবং জনগণের প্রতিনিধি দেশের জনগণের জন্য উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করবে সে ধারণাও দেশের জনপ্রতিনিধি ও জনগণের মধ্যে জাগ্রত হয় বিশ্বায়নের প্রভাবে।

সামাজিক পরিবর্তনে বিশ্বায়নের প্রভাব

বাংলাদেশে বিশ্বায়নের ইতিবাচক প্রভাব

৩. সমাজব্যবস্থার পরিবর্তন: বাংলাদেশে সামাজিক পরিবর্তনে বিশ্বায়নের প্রভাবে সমাজব্যবস্থার ব্যাপক পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। কেননা সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে বিশ্বের সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক অবস্থার গতিপ্রকৃতির পরিবর্তন এবং বিশ্বের এ সমস্ত বিষয়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে বাংলাদেশের সমাজব্যবস্থায়ও ব্যাপক পরিবর্তন লক্ষ করা যাচ্ছে। অর্থাৎ পূর্বে বাংলাদেশের সমাজব্যবস্থায় যৌথ পরিবার, বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহ এ বিষয়গুলো লক্ষ করা যেত; কিন্তু বিশ্বায়নের প্রভাবে বাংলাদেশের সমাজব্যবস্থা থেকে এ সকল বিষয়ের ব্যাপক পরিবর্তন হয়েছে।

সামাজিক পরিবর্তনে বিশ্বায়নের প্রভাব

বাংলাদেশে বিশ্বায়নের ইতিবাচক প্রভাব

৪. তথ্যপ্রযুক্তির বিকাশ: বাংলাদেশে সামাজিক পরিবর্তনে বিশ্বায়নের প্রভাবে তথ্যপ্রযুক্তির অবাধ বিকাশ ঘটেছে। তথ্যপ্রযুক্তির বিকাশের ফলে আজ দেশের সকল ক্ষেত্রেই ব্যাপক পরিবর্তনের ঢেউ লেগেছে। পূর্বে দেশে বিশ্বায়নের প্রবেশ না ঘটার কারণে দেশের জনগণ যানবাহনের পরিবর্তে পায়ে হেঁটে চলাচল, চিঠি লেখা, ব্যাংকিং সেক্টরে ব্যাপক হারে চেকের ব্যবহার, অফিসিয়াল ক্ষেত্রে প্রচুর কাগজপত্রের সমারোহ, চিকিৎসাক্ষেত্রে রোগ নির্ণয় না করে ধারণানির্ভর চিকিৎসা ইত্যাদি বিষয় ব্যাপক হারে পরিলক্ষিত হতো এবং জনগণ প্রযুক্তি ব্যবহারে অভ্যস্ত ছিল না। কিন্তু বিশ্বায়নের প্রভাবে তথ্যপ্রযুক্তির অবাধ বিকাশে জনগণ পায়ে হাঁটার পরিবর্তে যানবাহনে চলাচল করছে, চিঠি লেখার পরিবর্তে মোবাইলে কথা বলছে বা ই-মেইল করছে, ব্যাংকিং সেক্টরে টাকা উত্তোলনের জন্য এটিএম কার্ড ব্যবহার করছে এবং আরও অন্যান্য কার্যক্রম তথ্যপ্রযুক্তির অবাধ বিকাশে সহজেই সম্পাদন করতে পারছে। এর ওপর ভিত্তি করেই ই-গভর্ন্যান্স ব্যবস্থা চালু হয়েছে। এক্ষেত্রে সামাজিক সম্পর্ক ও সংঘের ক্ষেত্রে পরিবর্তন এসেছে। মানুষ হয়েছে অপেক্ষাকৃত দ্রুত ও গতিশীল।

সামাজিক পরিবর্তনে বিশ্বায়নের প্রভাব

বাংলাদেশে বিশ্বায়নের ইতিবাচক প্রভাব

৫. সংস্কৃতির অবাধ প্রবাহ: বাংলাদেশে সামাজিক পরিবর্তনে বিশ্বায়নের প্রভাবে সংস্কৃতির অবাধ প্রবাহ লক্ষ করা যাচ্ছে। আর এ সংস্কৃতির অবাধ প্রসারের ফলে দেশের মধ্যে বিভিন্ন দেশের সংস্কৃতির প্রবেশের মাধ্যমে গোটা বিশ্বের মানুষ একই ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ হয়েছে। এছাড়াও বিশ্বায়নের প্রভাবে দেশের সংস্কৃতি অন্য দেশে প্রকাশ পেয়েছে এবং অন্য দেশের সংস্কৃতির সাথে মিশে সেসব দেশের সংস্কৃতির অংশে পরিণত হয়েছে। তবে এক্ষেত্রে বাংলাদেশে ভিন্ন দেশের সংস্কৃতি বেশি পরিমাণে পরিলক্ষিত হচ্ছে এবং দেশীয় সংস্কৃতি আজ হুমকির সম্মুখীন।

সামাজিক পরিবর্তনে বিশ্বায়নের প্রভাব

বাংলাদেশে বিশ্বায়নের ইতিবাচক প্রভাব

৬. বহুজাতিক সংস্থার বিকাশ: বাংলাদেশে সামাজিক পরিবর্তনে বিশ্বায়নের প্রভাবে বহুজাতিক সংস্থার ব্যাপক বিকাশ সাধিত হয়েছে। বাংলাদেশে ২০/২৫ বছর পূর্বেও তেমন কোনো বহুজাতিক সংস্থার উপস্থিতি লক্ষ করা যেত না। কিন্তু বিশ্বায়নের প্রভাবে সাম্প্রতিক সময়ে প্রায় প্রতিটি সেক্টরেই বহুজাতিক সংস্থার বিকাশ লক্ষ করা যাচ্ছে। যেমন-বিশ্বায়নের প্রভাবে বাংলাদেশে বহুজাতিক সংস্থার বিকাশের ফলে বহুজাতিক সংস্থাগুলো দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ উত্তোলন, পোশাকসহ অন্যান্য লাভজনক শিল্প প্রতিষ্ঠা, তথ্যপ্রযুক্তির উন্নয়ন, ব্যাংকিং সেক্টরে বিনিয়োগ, ভোগ্যপণ্য উৎপাদনসহ নানাবিধ লাভজনক ব্যবসায় বিনিয়োগ করছে। এর ফলে দেশে দেশীয় সংস্থার পাশাপাশি বিভিন্ন বিদেশি সংস্থা বিনিয়োগে আগ্রহী হচ্ছে এবং এর ফলে দেশের জনগণের কর্মসংস্থানের পাশাপাশি অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও উন্নয়ন সাধিত হচ্ছে।

সামাজিক পরিবর্তনে বিশ্বায়নের প্রভাব

বাংলাদেশে বিশ্বায়নের ইতিবাচক প্রভাব

৭. দক্ষ জনবল গঠনে প্রভাব: বিশ্বায়ন ব্যবস্থা দেশের অদক্ষ জনগণকে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ করে তুলতে সহায়তা করে। অর্থাৎ বিশ্বায়নের প্রভাবে দেশে বিভিন্ন ধরনের Multi National Corporation-এর আগমন ঘটে। আর এ Corporation-গুলো নিজেদের প্রয়োজনে জনগণকে দক্ষ করার মাধ্যমে তাদের কাজে লাগায়। যার ফলে দক্ষ জনবল গঠিত হয় এবং Multi National Corporation-এর পাশাপাশি দেশও লাভবান হয়।

৮. বিশ্বভ্রাতৃত্ব সৃষ্টিতে প্রভাব: বিশ্বায়ন ব্যবস্থা রাষ্ট্র নামক গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ রাখার পরিবর্তে বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধ সৃষ্টিতে সহায়তা করে। কেননা বিশ্বায়ন ব্যবস্থা বিশ্বের এক প্রান্তের মানুষের সাথে অন্য প্রান্তের মানুষের পরিচয় করে দেওয়ার মাধ্যমে বিশ্ব ভ্রাতৃত্ববোধ সৃষ্টি করে দেয়, যা মানবসমাজকে সর্বজনীনতার দিকে নিয়ে যায় এবং বিশ্বকে Global Village-এ পরিণত করে। বিশ্বায়নের প্রভাবে বাংলাদেশের জনগণের মধ্যেও বিশ্ব ভ্রাতৃত্ববোধ সৃষ্টির বিষয়টি বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়।

সামাজিক পরিবর্তনে বিশ্বায়নের প্রভাব

বাংলাদেশে বিশ্বায়নের ইতিবাচক প্রভাব

৯. জনসাধারণের মনোভাবের ওপর প্রভাব: বাংলাদেশে সামাজিক পরিবর্তনে বিশ্বায়নের প্রভাবে দেশের জনসাধারণের মনোভাবের ওপরও ব্যাপক প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। অর্থাৎ বিগত কয়েক দশক আগে মানুষের যে মানসিকতা ছিল তা এখন আর লক্ষ করা যাচ্ছে না। সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে বিশ্বায়নের প্রভাবে মানুষও পুরাতনকে বিদায় এবং নতুনকে স্বাগত জানাচ্ছে। যেমন- পূর্বে বাংলাদেশে নারী শিক্ষা বা নারীর অধিকার প্রদানের বিষয়টির ব্যাপারে দেশের জনগণের মধ্যে যে মনোভাব সৃষ্টি হয়েছিল তা বিশ্বায়নের প্রভাবে ব্যাপকভাবে পরিবর্তন হয়।

১০. মানবাধিকারের ওপর প্রভাব: বিশ্বায়নের প্রভাবে দেশের জনগণের মধ্যে শিক্ষা, সচেতনতা, মূল্যবোধ সৃষ্টি হয়েছে এবং এ শিক্ষা, সচেতনতা ও মূল্যবোধ থেকেই মানবাধিকারের প্রতি জনগণ সচেতন হয়েছে। যেমন- পূর্বে শ্রমিক বা নিম্নশ্রেণির জনগণের কোনো অধিকার ছিল না। কিন্তু বিশ্বায়নের প্রভাবে জনগণ মানবাধিকারের আওতাভুক্ত হয়েছে

সামাজিক পরিবর্তনে বিশ্বায়নের প্রভাব

বাংলাদেশে বিশ্বায়নের নেতিবাচক প্রভাব

বাংলাদেশের সামাজিক পরিবর্তনে বিশ্বায়নের নেতিবাচক প্রভাব নিচে আলোচনা করা হলো-

১ . ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য: বাংলাদেশ তৃতীয় বিশ্বের একটি উন্নয়নশীল দেশ। এ দেশে ধনী-দরিদ্র সুখে-শান্তিতে বসবাস করলেও বিশ্বায়নের প্রভাবে ধনী ও দরিদ্রের বৈষম্য পূর্বের তুলনায় ব্যাপক হারে পরিলক্ষিত হচ্ছে। অর্থাৎ বিশ্বায়নের প্রভাবে দেশের ধনীরা আরও ধনী হচ্ছে আর দরিদ্ররা আরও দরিদ্র হচ্ছে। কেননা বিশ্বায়নের প্রভাবে নতুন নতুন কর্মক্ষেত্র, ব্যবসায় চালু হয়েছে। আর এ সমস্ত ব্যবসায় বাণিজ্যে শ্রমিকের সংখ্যা সীমিত এবং প্রযুক্তিনির্ভর যন্ত্রপাতির পরিমাণ বেশি। যে কারণে পূর্বে যেখানে একটি কারখানায় বা প্রতিষ্ঠানে প্রযুক্তিনির্ভর যন্ত্রপাতির পরিবর্তে শ্রমিক সংখ্যা বেশি প্রয়োজন হতো, তা বিশ্বায়নের প্রভাবে অনেকটা কমে গেছে। যে কারণে ধনীরা আরও ধনী হচ্ছে এবং গরিবরা নিঃস্ব হচ্ছে। এজন্য ধনী-দরিদ্র বৈষম্য সৃষ্টিতে বিশ্বায়নের ব্যাপক প্রভাব লক্ষ করা যাচ্ছে।

সামাজিক পরিবর্তনে বিশ্বায়নের প্রভাব

বাংলাদেশে বিশ্বায়নের নেতিবাচক প্রভাব

২. বহুজাতিক সংস্থার আধিপত্য বিস্তার: বাংলাদেশে সামাজিক পরিবর্তনে বিশ্বায়নের আরেকটি যে নেতিবাচক প্রভাব পরিলক্ষিত হয় তা হলো দেশে বহুজাতিক সংস্থার আধিপত্য বিস্তার। বহুজাতিক সংস্থাগুলো দেশের ক্ষুদ্র সংস্থাগুলোকে অধিগ্রহণের মাধ্যমে তাদের ওপর আধিপত্য বিস্তারের মাধ্যমে এদেশের ওপর তাদের একটা নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে চায়। বিশ্বায়নের পূর্বে দেশের ক্ষুদ্র সংস্থাগুলো দেশের জনগণের কথা, দেশের কথা ইত্যাদি বিষয়াদি চিন্তাভাবনা করার মাধ্যমে তাদের ব্যবসায় বাণিজ্য পরিচালনা করত ফলে দেশের জনগণের মধ্যে আর্থিক আয় কম হলেও তাদের মনে আনন্দ ছিল। কিন্তু বিশ্বায়ন এর প্রভাবে দেশের ওই সমস্ত ক্ষুদ্র সংস্থাগুলো বিভিন্ন বড় বড় দেশের বৃহৎ বহুজাতিক সংস্থার নিকট বিক্রি হয়ে গেছে। অর্থাৎ এ ক্ষুদ্র সংস্থাগুলো এখন আর নিজেদের ইচ্ছানুযায়ী দেশে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারে না বরং তাদের সমস্ত কার্যক্রমই এ সমস্ত বড় বড় বহুজাতিক সংস্থার দ্বারা নির্ধারিত হয়ে আসে।

সামাজিক পরিবর্তনে বিশ্বায়নের প্রভাব

বাংলাদেশে বিশ্বায়নের নেতিবাচক প্রভাব

৩ . নয়া ঔপনিবেশিক অর্থনীতির উদ্ভব: বিশ্বায়নের প্রভাবে দেশে নয়া ঔপনিবেশিক অর্থনীতির উদ্ভব লক্ষ করা যাচ্ছে। দেশের অধিকাংশ সংস্থাই বিদেশি অর্থনীতি দ্বারা পরিচালিত হয়ে আসছে। ফলে দেশে নয়া ঔপনিবেশিক অর্থনীতির উদ্ভব দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং এ বৃদ্ধির ফলে ওই সমস্ত অর্থদানকারী দেশগুলো এদেশ থেকে প্রচুর পরিমাণে আর্থিক লাভসহ নানা ধরনের সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করে যাচ্ছে। নয়া ঔপনিবেশিক অর্থনীতির উদ্ভবের ফলে দেশে যে শ্রম খরচ সংক্রান্ত বিধান, অভিন্ন শ্রমিক স্বার্থ সম্পর্কিত নীতি গ্রহণ, কৃষিক্ষেত্রে ভর্তুকি প্রদান ইত্যাদি নিয়মনীতি প্রচলিত ছিল তা সঠিকভাবে মান্য করা হচ্ছে না। এছাড়া নয়া ঔপনিবেশিক অর্থনীতির উদ্ভবের ফলে দেশীয় ক্ষুদ্র পুঁজিপতিরা তাদের অর্থ বিনিয়োগ করতে পারছে না। কেননা তাদের ক্ষুদ্র পুঁজি বৃহৎ পুঁজিপতিদের সাথে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে পারছে না।

৪ . সামাজিক নিরাপত্তাহীনতা বৃদ্ধি: বিশ্বায়নের প্রভাবে দেশে বিভিন্ন ধরনের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হলেও যারা এ সমস্ত জায়গায় চাকরি করে তাদের চাকরির কোনো নিরাপত্তা নেই। কেননা বিভিন্ন বহুজাতিক সংস্থাগুলো তাদের নিজেদের সুবিধার জন্য কর্মী ছাঁটাই, লে-অফ, লক আউট, রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের বিলম্বীকরণ ইত্যাদি পন্থা অনুসরণ করে। যে কারণে দেশের বেকারত্ব, দরিদ্রতা প্রভৃতি বৃদ্ধি পেয়েছে এবং সামাজিক নিরাপত্তাহীনতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

সামাজিক পরিবর্তনে বিশ্বায়নের প্রভাব

বাংলাদেশে বিশ্বায়নের নেতিবাচক প্রভাব

৪ . সামাজিক নিরাপত্তাহীনতা বৃদ্ধি: বিশ্বায়নের প্রভাবে দেশে বিভিন্ন ধরনের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হলেও যারা এ সমস্ত জায়গায় চাকরি করে তাদের চাকরির কোনো নিরাপত্তা নেই। কেননা বিভিন্ন বহুজাতিক সংস্থাগুলো তাদের নিজেদের সুবিধার জন্য কর্মী ছাঁটাই, লে-অফ, লক আউট, রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের বিলম্বীকরণ ইত্যাদি পন্থা অনুসরণ করে। যে কারণে দেশের বেকারত্ব, দরিদ্রতা প্রভৃতি বৃদ্ধি পেয়েছে এবং সামাজিক নিরাপত্তাহীনতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

৫. সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সংকট: বিশ্বায়নের প্রভাবে সারাবিশ্বে সাংস্কৃতিক সমতা তৈরির চেষ্টা চলছে। ইন্টারনেটসহ অত্যাধুনিক গণমাধ্যমের সহায়তায় এক পণ্য মুগ্ধ ভোগবাদী সংস্কৃতির নিরন্তন প্রচারের ফলে আঞ্চলিক ও জাতীয় সংস্কৃতির স্বাতন্ত্র্য ক্ষুণ্ণ হতে বসেছে। এছাড়াও বিশ্বায়ন বৈচিত্র্যপূর্ণ সংস্কৃতির ঐতিহ্যসমূহকে এক ছাঁচে ঢেলে এক ধরনের সাংস্কৃতিক সমতা চাপিয়ে দিতে চায়। এছাড়াও বিশ্বায়নের প্রভাবে নিজ দেশের সংস্কৃতিকেও বর্তমানে খুবই তাচ্ছিল্যের সাথে পালন করা হয়। কিন্তু বিশ্বায়নের পূর্বে দেশের প্রতিটি অঞ্চলের জন্য যে আলাদা আলাদা সংস্কৃতি ছিল তা নিজ নিজ অঞ্চলে যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করা হতো কিন্তু বিশ্বায়নের প্রভাবে দেশের বহুমুখী সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এক মহাসংকটের সম্মুখীন।

সামাজিক পরিবর্তনে বিশ্বায়নের প্রভাব

বাংলাদেশে বিশ্বায়নের নেতিবাচক প্রভাব

৬.রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের সংকট: রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব তার নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের মধ্যে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ ও নাগরিকবৃন্দের ওপর চূড়ান্তভাবে প্রযোজ্য হয়। কিন্তু বিশ্বায়নের প্রভাবে রাষ্ট্রের এ ভূখণ্ডকেন্দ্রিক সর্বব্যাপী ক্ষমতাকে খর্ব করা হচ্ছে এবং রাষ্ট্রকে একটি বাজারকেন্দ্রিক সংগঠনে পরিণত করছে। যার ফলে রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব সংকটের সম্মুখীন হচ্ছে। এছাড়াও বিশ্বায়নের প্রভাবে দেশের মধ্যে নানা ধরনের বিদেশি সংস্থার ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটে এবং এ সংস্থাগুলো এদেশে তাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি বিস্তার করতে চায় এবং তারা বিভিন্ন কৌশলে সরকারকে চাপ দেয়। যে কারণে বাংলাদেশে সামাজিক পরিবর্তনে বিশ্বায়নের প্রভাবে দেশের সার্বভৌমত্বের সংকট লক্ষ করা যাচ্ছে।

সামাজিক পরিবর্তনে বিশ্বায়নের প্রভাব

বাংলাদেশে বিশ্বায়নের নেতিবাচক প্রভাব

৭. সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড বৃদ্ধি: বাংলাদেশে সামাজিক পরিবর্তনে বিশ্বায়নের যে নেতিবাচক প্রভাব পরিলক্ষিত হয় তার মধ্যে অন্যতম হলো সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড বৃদ্ধি। পূর্বে দেশে তথ্যপ্রযুক্তির ততটা বিকাশ লক্ষ করা যেত না। ফলে সে সময় দেশের মধ্যে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডও খুব কম পরিলক্ষিত হতো। কিন্তু বিশ্বায়নের প্রভাবে দেশে তথ্যপ্রযুক্তিগত উন্নয়ন ঘটেছে এবং এ তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহারে খুব সহজেই সন্ত্রাসীরা তাদের সন্ত্রাসমূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করছে।

৮.পরিবেশ দূষণ: বিশ্বায়নের প্রভাবে তৃতীয় বিশ্বের দেশ হিসেবে বাংলাদেশে ব্যাপকহারে পরিবেশ দূষিত হচ্ছে। বহুজাতিক সংস্থাগুলো দেশের মধ্যে যেসব শিল্পকারখানা গড়ে তুলছে, সেগুলোর কারণে নানাভাবে পরিবেশ দূষিত হচ্ছে। মূলত তৃতীয় বিশ্বের দেশ হিসেবে বাংলাদেশে পরিবেশের ব্যাপারে উন্নত বিশ্বের ন্যায় কোনো কঠোর আইন না থাকায় বহুজাতিক সংস্থাগুলো খুব সহজেই এখানে পরিবেশ দূষণকারী শিল্প গড়ে তুলতে পারছে।

৯. অর্থনৈতিক পরনির্ভরশীলতা বৃদ্ধি: বিশ্বায়নের প্রভাবে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন বড় বড় সংস্থা অধিক মুনাফা লাভের আশায় বাংলাদেশে তাদের পুঁজি বিনিয়োগ করছে। আর এক্ষেত্রেই ওই সমস্ত বড় বড় সংস্থা এদেশে ব্যবসায় করে লভ্যাংশ নিজ দেশে নিয়ে যাচ্ছে। যার প্রভাবে দেশের অর্থনীতি দুর্বল হয়ে যাচ্ছে এবং দেশের অর্থনৈতিক পরনির্ভরশীলতা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

সামাজিক পরিবর্তনে বিশ্বায়নের প্রভাব

বাংলাদেশে বিশ্বায়নের নেতিবাচক প্রভাব

১০. জাতীয় রাজনীতিতে বিদেশি সংস্থার হস্তক্ষেপ: বাংলাদেশে সামাজিক পরিবর্তনে বিশ্বায়নের প্রভাবে দেশের জাতীয় রাজনীতিতে বিদেশি সংস্থার হস্তক্ষেপ পরিলক্ষিত হচ্ছে। বিদেশি সংস্থাগুলো তাদের অর্থনৈতিক স্বার্থ উদ্ধারের পাশাপাশি জাতীয় রাজনীতিতে হস্তক্ষেপের পাশাপাশি তারা সামরিক সরকারকে সমর্থন করে। কেননা সামরিক সরকার আসলে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা অনেক সহজ হয় এবং তারা সহজেই মুনাফা নিজ দেশে নিয়ে যেতে পারে।

১১. অনুগত শ্রেণি তৈরি: বিশ্বায়নের প্রভাবে যেসব Multi National Company এদেশে বিনিয়োগ করে তারা এ দেশেই তাদের অনুগত একটা শ্রেণি তৈরি করে। আর এ অনুগত শ্রেণি দেশের নাগরিক হওয়া সত্ত্বেও তারা এদেশের জনগণকে নানাভাবে শোষণ করে Multi National Company এর স্বার্থ উদ্ধার করছে। এর ফলে দেশের গোপনীয় বিষয়গুলোও প্রকাশিত হয়ে যাচ্ছে। যা দেশের জন্য মারাত্মক হুমকি হয়ে দাঁড়াতে পারে।

সামাজিক পরিবর্তনে বিশ্বায়নের প্রভাব

বাংলাদেশে বিশ্বায়নের নেতিবাচক প্রভাব

১২. অদৃশ্য ঔপনিবেশবাদ সৃষ্টি: মূলত বাংলাদেশে সামাজিক পরিবর্তনে বিশ্বায়নের প্রভাবে ধনী ও দরিদ্রের ব্যবধান বেড়ে চলছে। যাকে মার্কসীয় ভাষায় বলতে গেলে বলতে হয়, যাদের আছে (Haves) এবং যাদের নেই (Have-not's)-এর মধ্যে ব্যবধান অধিকতর তীব্র হচ্ছে। অর্থাৎ বিশ্বায়নের প্রভাবে ধনী শ্রেণি বেশি লাভবান হচ্ছে এবং দরিদ্র শ্রেণি বঞ্চিত হচ্ছে। ফলে দেশের অসমতা আরও বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। যার ফলে তৃতীয় বিশ্বের দেশ হিসেবে বাংলাদেশ বিশ্বায়নের সুফল লাভ করা তো দূরের কথা বরং বাংলাদেশে বিশ্বায়ন ব্যবস্থা এনে দিয়েছে এক অদৃশ্য ঔপনিবেশবাদ।

সামাজিক পরিবর্তনে বিশ্বায়নের প্রভাব

বাংলাদেশে বিশ্বায়নের নেতিবাচক প্রভাব

পরিশেষে আমরা বলতে পারি, বিশ্বায়নের মূলকথা ছিল বিশ্বের প্রতিটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের স্বার্থে সমগ্র দেশের জাতীয় অর্থনীতির মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতার সম্পর্ক স্থাপন এবং বিশ্বজুড়ে তৈরি হবে এমন একটি বাজার, যার ওপর কোনো রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ থাকবে না। সকল দেশ এ বাজারের সুযোগ-সুবিধা সমানভাবে কাজে লাগিয়ে নিজেদের অর্থনৈতিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করতে পারবে। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে বিশ্বায়ন আজ তৃতীয় বিশ্বের অনেক দেশের পাশাপাশি বাংলাদেশের জনগণের নিকট অভিশাপরূপে দেখা দিয়েছে। অর্থাৎ উন্নত দেশগুলো উন্নত প্রযুক্তির মাধ্যমে অধিক মাত্রায় লাভবান হলেও বাংলাদেশের মতো ছোট দেশের ছোট বা মাঝারি ধরনের কলকারখানা আজ বন্ধ হয়ে যাচ্ছে এবং দেখা দিচ্ছে তীব্র বেকার সমস্যা। এছাড়াও আন্তর্জাতিক সংস্থার চাপে বিশ্বায়নের প্রভাবে বাংলাদেশ সরকারি ক্ষেত্রগুলোর বেসরকারিকরণ, ভর্তুকি প্রত্যাহার, কর্মী সংকোচন প্রভৃতি নীতিগুলো রূপান্তর করতে বাধ্য হচ্ছে, যা দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রধান অন্তরায় হিসেবে দেখা দিতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

সমাজবিজ্ঞান ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৮– বাংলাদেশের সামাজিক পরিবর্তন

টপিক – ০৭ এই অধ্যায়ের প্রধান শব্দসমূহের ব্যাখ্যা

টপিক ০৭: এই অধ্যায়ের প্রধান শব্দসমূহের ব্যাখ্যা

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

এই অধ্যায়ের প্রধান শব্দসমূহের ব্যাখ্যা

> সামাজিক পরিবর্তন

সামাজিক পরিবর্তন হলো সমাজবদ্ধ মানুষের জীবনধারার প্রচলিত প্রাতিষ্ঠানিক অবস্থা, বৈষয়িক আচরণ অর্থাৎ সমাজ কাঠামো, সামাজিক সংগঠন, সামাজিক মিথস্ক্রিয়া, সামাজিক কার্যপ্রক্রিয়া ইত্যাদির পরিবর্তন। মানবসমাজ সর্বদা পরিবর্তনশীল। এ পরিবর্তনের গতি কখনো দ্রুত কখনো বা মন্থর হয়ে থাকে।

> টেকসই উন্নয়ন

টেকসই উন্নয়ন বলতে মানুষের চাহিদা পূরণ করতে প্রাকৃতিক সম্পদ যথাযথভাবে ব্যবহৃত হবে কিন্তু তা নিঃশেষ হয়ে যাবে না এমন অবস্থাকে বোঝায়। টেকসই উন্নয়নের অভীষ্ট ১৭টি। টেকসই উন্নয়ন মূলত ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কথা ভেবে গৃহীত একটি উন্নয়ন পরিকল্পনা। পরিবেশ সংরক্ষণ, অর্থনৈতিক উন্নয়ন, সামাজিক ও মানবিক উন্নয়ন টেকসই উন্নয়নের অন্তর্ভুক্ত। উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে বর্তমান প্রজন্মের চাহিদা মেটানোর পাশাপাশি ভবিষ্যৎ প্রজন্মের চাহিদা মেটানোর ক্ষেত্রে যেন কোনো ঘাটতি না হয় সে লক্ষ্যে যে পরিকল্পনা করে উন্নয়ন করা হয় তাকে টেকসই উন্নয়ন বলে। টেকসই উন্নয়নের প্রাথমিক ভিত্তি ১৯৪৫ সালে জাতিসংঘ কর্তৃক বিশ্বব্যাপী মানবাধিকার ঘোষণাপত্রে লিপিবদ্ধ হয়েছে। সম্প্রতি টেকসই উন্নয়নের প্রত্যয় পৃথিবীব্যাপী গ্রহণ করা হয়েছে। সাধারণভাবে বলা যায়, উন্নয়নে কতকগুলো শর্ত নির্ধারণ করা এবং সেগুলো যথাযথভাবে পালন করা হয় তবে যত অনুন্নত রাষ্ট্রই হোক না কেন উন্নয়ন অবশ্যই হবে। তাই শর্ত অনুযায়ী দীর্ঘস্থায়ী উন্নয়নই হলো টেকসই উন্নয়ন।

এই অধ্যায়ের প্রধান শব্দসমূহের ব্যাখ্যা

> শিল্পায়ন

শিল্পায়ন হলো যান্ত্রিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে বৃহদায়তন উৎপাদনব্যবস্থা এবং পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থাসহ সকল ক্ষেত্রে যান্ত্রিক প্রযুক্তি ব্যবহারের প্রক্রিয়া। শিল্পায়ন বলতে উৎপাদন নির্ভরব্যবস্থাকে বোঝায় যা যান্ত্রিক প্রযুক্তির ওপর নির্ভরশীল। শিল্পায়ন শব্দটির উদ্ভব হয়েছে শিল্পবিপ্লব শব্দ থেকে। বর্তমানে সামাজিক পরিবর্তনকে ত্বরান্বিত করছে শিল্পায়ন। শিল্পায়ন হলো যান্ত্রিক উৎপাদনের ভিত্তিতে পণ্য উৎপাদন করে সামাজিক চাহিদা মেটানোর প্রক্রিয়া।

> নগরায়ণ

নগরায়ণ হলো শিল্পায়নের ফল। নগরায়ণ বলতে এক ধরনের সামাজিক প্রক্রিয়াকে বোঝায় যে প্রক্রিয়ায় মানুষ গ্রামাঞ্চল থেকে শহরাঞ্চলে এসে বসতি স্থাপন করে। গ্রাম থেকে নগরে বসবাসকারীর সংখ্যা দিন দিন ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। যার ফলে নতুন নতুন এলাকা নগরের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে। নগরায়ণ হলো একটি চলমান গতিশীল ধারা।

এই অধ্যায়ের প্রধান শব্দসমূহের ব্যাখ্যা

> বিশ্বায়ন

বিশ্বায়নের ইংরেজি প্রতিশব্দ 'Globalization'। 'রোনাল্ড রবার্টসন' ১৯৮৫ সালে তার প্রথম সমাজতাত্ত্বিক প্রবন্ধে বিশ্বায়ন নিয়ে আলোচনা করেন। বিশ্বায়ন বলতে এমন একটি প্রক্রিয়াকে বোঝায় যেখানে সমগ্র পৃথিবী একটি গ্রামরূপে কল্পনা করা যায়। সমগ্র পৃথিবীকে একই পরিবারভুক্ত করাই বিশ্বায়নের লক্ষ্য। অর্থনৈতিক সহযোগিতা, স্বনির্ভরতা এবং উন্নয়নের লক্ষ্যে সমগ্র বিশ্ব যাতে একসাথে কাজ করতে পারে সে উদ্দেশ্যেই বিশ্বায়ন ধারণার উদ্ভব।

> তথ্যপ্রযুক্তি

তথ্যপ্রযুক্তি সামাজিক পরিবর্তনের অন্যতম একটি উপাদান। তথ্য আদান-প্রদানের কৃৎকৌশলই হলো তথ্যপ্রযুক্তি। তথ্যপ্রযুক্তি হলো প্রযুক্তিভিত্তিক এক ধরনের যোগাযোগ ব্যবস্থা। তথ্যপ্রযুক্তির বিশাল উন্নতির ফলে তথ্যপ্রাপ্তি যেমন সহজলভ্য হয়েছে, তেমনই যোগাযোগ করা যাচ্ছে অতি দ্রুত। তাই বর্তমানে মানুষের জীবনে প্রতিটি বিষয় তথ্য ও প্রযুক্তিনির্ভর হয়ে পড়েছে।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

সমাজবিজ্ঞান ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৮– বাংলাদেশের সামাজিক পরিবর্তন

টপিক – ০৮ সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান

সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান

তাজপুর গ্রামের কৃষকরা চাষাবাদে ট্রাক্টর, পাওয়ার টিলার ব্যবহার করে। কৃষিবিদ সকল তথ্য তারা মোবাইল ফোনের ম্যাসেজের মাধ্যমে পায়। টেলিভিশনে শাইখ সিরাজের কৃষি বিষয়ক অনুষ্ঠান তাদেকে অনুপ্রাণিত করে। কৃষক নতুন নতুন ফসল উৎপাদন করে দ্রুত বাজারজাত করে অর্থ উপার্জন করছে। গ্রামের সব পরিবারই আর্থিক সচ্ছলতা লাভ করেছে। লোকজন গ্রামে বসেই তাদের প্রবাসী আত্মীয়-পরিজনের সাথে যোগাযোগ ও আর্থিক লেনদেন করতে পারছে।

[সকল বোর্ড '১৯]

ক. নগরায়ণ কী?

খ. অর্থনীতি সমাজ কাঠামোর মূলভিত্তি-বুঝিয়ে লেখ।

গ. উদ্দীপকে গ্রামের সামাজিক পরিবর্তন কোন কারণের প্রত্যক্ষ প্রভাবের ফল? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. উদ্দীপকের সামাজিক পরিবর্তনের সাথে বিশ্বায়ন কীভাবে সম্পর্কিত? যুক্তি দাও।

THANK YOU